

নাট-অন্ধর

শ্রীঅবোধ রায়

প্রকাশক—শ্রীদীনেশচন্দ্রন দাশ
কল্লোল পাব্লিশিং
২৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

একটাকা।

প্রিন্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাণী প্রেস,
৩৩এ, মদন মিঞার লেন, কলিকাতা।

নিবেদন

যে তিনটি কথানাট্য এত পুস্তকে সান্নাঘট হইল, তাঁতপুস্তকে
বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশিত
হইয়াছিল। শিক্ষাবিন্দাট একবারীতে, একালেব ছেলে--বিজলীতে,
এবং বন্ধু--উপাসনায়। আমরা যে সকল বন্ধু কাগজকাতায় ও
অন্তান্ত স্থানে এই নাটিকাগুলি অভিনয় করিয়া, ইহাদেব অভিনয়
যোগ্যতা প্রমাণ করিয়া আমাদের এই পুস্তক প্রকাশে সাহসী
করিয়াছেন, তাহাদিগকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

নাট-মান্দেব প্রচ্ছদপটেব পবিকল্পনা, করিয়াছেন, সুসঙ্গ
চত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত দীনেশবজ্জন দাশ। তাহাব এবং অন্যান্য বাহারা
এই পুস্তক প্রকাশে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের নিকট
আমাব ঋণ জ্ঞাপন কাবতোছি।

মহাশয়ী,
নৈশাটী--আশ্বিন ১৩৩১

শ্রীমদেব বায়

পূজাপাদ
পিতৃদেবের শ্রীচরণে

শিক্ষা বিভ্রাট ।

নানা ঘটনার সংঘাতে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক মন যখন চঞ্চল হ'য়ে উঠে, তখন সব চেয়ে মুস্কিলে পড়ে দেশের যুবক ছাত্রবৃন্দ । লক্ষ লক্ষ মত ও লক্ষ্যবিহীন অসংখ্য পথের অরণ্যে তারা দিশাহারা হ'য়ে যায় । তারা অনেক তথ্য আওড়াতে শেখে কিন্তু সত্যকে পায় না । এই রকম সময়ে শিক্ষাদান ব্যাপারটা শিক্ষাবিভ্রাটে পরিণত হয় ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

ধীরেশ

বীরেন

প্রবোধ

ধীরেশের পিতা

ঐ কাকা

ঐ পিতৃ বন্ধু

বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রবৃন্দ

স্থান—প্রথম তিন অঙ্ক কলিকাতার নিকটস্থ কোন পল্লীগ্রাম ,
চতুর্থ অঙ্ক কলিকাতা ।

কাল—বিংশ শতাব্দী ।

প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কেব মধ্যে তিন বৎসরের, দ্বিতীয় ও তৃতীয়
অঙ্কেব মধ্যে এক সপ্তাহেব, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কেব মধ্যে
পাঁচ বৎসবেব ব্যবধান ।

শিক্ষা বিভ্রাট ।

(কথানাট্য)

প্রথম অঙ্ক ।

(একটা ঘড়লবাটীর ঘরে ষাটশ-বছরী় বালক ধীরেশ অধ্যয়নপত ।

ধীরেশের পিতা পান চিবাইতে চিবাইতে

সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন)—

পিতা—কিবে, কি পড়াছিস ?

পুত্র—আজ্ঞে, নেপোলয়নের কথা ।

পিতা—কি বকম বীর ছিল দেখছিস, একটা আস্ত মরদ ।

পুত্র—আচ্ছা বাবা, আমাদের দেশে এমন বীর কেউ ছিলেননা ?

পিতা—হ্যাঃ—আমাদের দেশে । ওরে আমাদের দেশে যদি এমন একটা বীর পুরুষ থাকবে, তাহ'লে আজ কি আব আমাদের এ দশা হয় ।

পুত্র—কেন বাবা, ভীম অর্জুন কি কিছু কম বীর ছিলেন ?

পিতা—আবে পাগল, ভীম অর্জুন কি আর সত্যিই ছিল ?

পুত্র—(মাশ্চর্য্যে) ওঁ'রা সব সত্যি ছিলেন না ? মহাভারত সব

শিক্ষা-বিভ্রাট ।

মিথ্যে কথা ? তবে যে আমাদের মাস্টার-মশাই সেদিন বলেন যে, সেকালের মূনি ঋষিবা কেউ মিথ্যা কথা বলতেন না ।

পি— না, বলতেন না । অমন যে ধম্মপুত্র য্ধিষ্ঠির তাঁকেই বলে মিথ্যা কথা বলতে হয়েছিল । আরে বাপু—দায়ে পড়লে হুঁচারটে মিথ্যা কথা সকলকেই বলতে হয় ।

পু—আচ্ছা বাবা, তাহ'লে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের কথাও মিথ্যে—তিনিও তো ছিলেন না ?

পি—(সপ্রতিভভাবে কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া) আরে বাপু—তিনি মিথ্যে । খবরদার, একথা বলিস্ নে, মুখ থসে যাবে—একথা ভাবলেও পাপ—তিনি যে ভগবান ।

পু—(মূহুরাস্ত্রের সহিত) আচ্ছা, তিনি তো কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের সারথি হ'য়েছিলেন, তাহ'লে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা মিথ্যে হ'বে কি করে ?

পি—(রাগত ভাবে) তো বেটার তো এই দোষ—বড় বাজে বকিস্ ! যা' পড়'ছিস্ তাই পড়'না বাপু ! তা নয়, কি ছিল না ছিল, সত্যি, মিথ্যে এই নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কি ? সমস্তদিন পরে খেটে খুটে আফিস থেকে এলুম, এখন কি আর বকতে ভাল লাগে ! পড়, পড় । (ধপ্ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন) ।

পু—আমার যে অনেক অনেক কথা জানতে ইচ্ছা করে, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি !

পি—জানতে ইচ্ছা করে তো কাজের কথা জান'না বাপু !

ওই যা' পড়'ছিস্ তা' থেকে কথার মানে জিজ্ঞাসা কর, বানান্ ধরতে দে, যাতে কাজ হ'বে ! তা নয়, যত বাজে আবোল তাবোল বক'বি ।

(ধীরেশের কাকার প্রবেশ)

কা—ঐঃ—আরম্ভ হয়েছে তো । ছেলের সঙ্গে বকুনি ও ধমকানি ছাড়া তো আর কোন সম্বন্ধই নেই ! যখন আর সব খোঁজ খবর নেওয়া ছেড়েছ, তখন ও টুকুও ছাড়লেই পার ।

পি—(অপ্রস্তুতভাবে) কিযে বলিস্ তুই তা'র ঠিক নেই ! আমি কোন খোঁজ খবর নিইনে ? আচ্ছা তুই থোকাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ্ দিকিন্, এখুনি ও কি পড়ছে তার খোঁজ করছিলাম কি না ?

কা—কিন্তু খোঁজ করার ফলে তো ওর অদৃষ্টে এই বকুনি ?

পি—কি জন্তে বকেছি সেটা তো জিজ্ঞাসা করলিনা । তোদের ছেলে দোষ করতে পারেন কিন্তু তার জন্তে তাঁকে বকলেই হ'বে অপরাধ, আজকাল তোদের সংসারে বুঝি এই নিয়মই চলছে ?

কা—সে কথা কি আমি কোন দিন বলেছি ? তা থোকা কি করেছে এখন ?

পি—কববে আর কি ? ওর স্বভাব যা'—জ্যাঠানো করা—তাঁই করেছে । পড়ছে নেপোলিয়নের কথা, তা'র সঙ্গে নিয়ে এল আমাদের দেশের বীর পুরুষের কথা, ভীম অর্জুনের কথা, মহাভারত সত্যি কি না, আশী রকম বায়নাক্স ।

কা—এই, এই হ'ল ওর অপরাধ !

শিক্ষা-বিভ্রাট ।

পি—নাঃ, বড় ভাল কাজ করেছে ! যা' দরকারী, তার সঙ্গে নেই গোঁজ, আর যত বাজে রাবিস্ তাই নিয়ে মাথা ঘামানো—একি বিশেষ শুলক্ষণ বলে' মনে হয় নাকি ? এঠি অভ্যাস কম থাকলেই হয় ফাজিল, আর বাড়লেই হয় পাগল !

কা—চমৎকার লোক তুমি দাদা ! ছেলেকে স্কুলে দিয়েই থালাস । কিন্তু তাকে মাহুষ করতে হ'বে কি করে, সে বিষয়ে একবারও মাথা ঘামানো দরকার মনে করনা । কলের পুতুলের মত শুধু পড়া মুখস্থ ও একজামিন পাশ করলেই মনে করলে বুঝি সব হ'য়ে গেল ? কল্পনা, চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, সমস্তই তোমাদের এই শিক্ষার জাঁতাকলে যতদিন পিষে মারতে না পারছ, ততদিন বুঝি তোমার মন সৃষ্টির হচ্ছে না !

পি—মাফ্ করো ভাই ! ঠিক বুঝতে পারলুম না । লেখাপড়া শিখে একজামিন পাশ করলে, মাহুষের চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি প্রভৃতি যে কি রকম করে' লোপ পেয়ে যায়, তা' তো ঠিক বুঝতে পারছি না !

কা—আচ্ছা, তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি । এই ধর খোকার কথা, —ও পড়ছিল নেপোলিয়ানের গল্প । তা'র বীরত্বে ওর হৃদয় মুগ্ধ হ'য়েছে কিন্তু সন্তুষ্ট হয়নি, কারণ সে অপর দেশের লোক । ওর ইচ্ছা যে আমাদের দেশে এমন কোন লোক থাকে যে নেপোলিয়ানের মত বা তা'র চেয়েও বীর ! এ রকম একজন বীর আমাদের দেশেও ছিল কল্পনা করতে পারলে ওর অন্তর আনন্দে ও গর্বে ভরে' উঠত । সেই জন্তই ও তোমাকে ওকথা জিজ্ঞাসা করেছিল । তুমি যদি এর ভাল উত্তর দিতে, তাহ'লে একসঙ্গে ওর মনে বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা

নাট-মন্দির ।

ও দেশের প্রতি প্রীতি উদ্ভিক্ত হ'ত, আর কল্লনাশক্তিও পুষ্ট হ'ত । কিন্তু এই যে ধমক দিলে, তাতে উক্ত তিনটা বৃত্তিকেই আঘাত দিলে । অতএব এই রকম করে' পড়া মুখস্থ ও একজামিন পাশ করে' চললে, শেষ পর্য্যন্ত ওর মনেব এই সকল বৃত্তি যে একে-বারে লোপ পাবে, সে বিষয়ে কি আব সন্দেহ আছে ? উত্তর দাও !

পি—রেহাই দাও ভাই—উঃ ! তুমি তো অনায়াসে এক নিশ্বাসে এত বড় বক্তৃতা দিয়ে গেলে, কিন্তু বক্তৃতাটা শুনেই আমার হাঁপ ধরে গেছে । ব্যাপারটা ঠিক বুঝতেই পারলুম না, তো উত্তর দেব কি ? দেখ সত্যি কথা বলব, রাগ কোরোনা । থোকা যে মহাতারতের বিষয় প্রশ্ন করেছিল, সেটা শিশুস্বলভ কোতূহলমাত্র । তা'র মধ্যে অত বড় বড় কথা কিছুই নেই । তিলকে তাল করবার অসাধারণ ক্ষমতা তোমার আছে, একথা অস্বীকার করছি না ।

কা—তাহ'লে আমি যা বললুম সে বিষয়ে তুমি বিশ্বাস কর না ?

পি—ঐ তো বলছি—তোর কথা বুঝতেই পারলুম না, তা'র আর বিশ্বাস করব কি ?

কা—(বিক্রপাশ্রকভাবে) জেগে ঘুমুলে কি কেউ জাগাতে পারে দাদা ?

পি—(গম্ভীরভাবে) আচ্ছা তুই কি সত্যিই মনে করিস যে, এতরকম ভাবে পড়ে থোকাক লাভের চেয়ে লোক্‌পান বেশী হ'চ্ছে ?

কা—ডিগ্রীর চেয়ে মনুষ্যত্ব যদি বড় হয়, তাহ'লে ওর ক্ষতি হ'চ্ছে নিশ্চয়ই !

শিক্ষা-বিভ্রাট ।

পি—হুঁ—(সহসা ক্রোধান্বিতভাবে) থোকা, বইখানা এদিকে নিয়ে আসতো ! (ধীরেশ উঠিবার পূর্বেই ধীরেশের পিতা স্বয়ং উঠিয়া গিয়া তাতাব হাত হইতে বইখানি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন । আরও দু' একখানি বই যাহা সেখানে ছিল লইয়া, ফেলিয়া দিলেন । ধীরেশ ও তাহার কাকা অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল) আজ থেকে এই সব বইয়ে আর হাত দিস্নি ; তোর কাকা যে রকম বলে সেত রকমভাবে পড়াশুনা করাব, বুঝ্‌লি ?

পু—(সহসা কাঁদিয়া উঠিয়া) বাঃ রে, তোমরা দুজনে করবে ঝগড়া, আর মাঝে থেকে আমার বইগুলি সব যাবে ! (ক্রন্দন)

(ধীরেশের পিতার বন্ধুর প্রবেশ)

বন্ধু—কি হে, খবর কি ? কিরে থোকা, কাঁদাছিস কেন ? (থোকার কাকা ও পিতার অপ্রতিভ মুখের দিকে চাহিয়া) ওঃ—আবার লেগেছ ব্যাং দুত ভা'য়ে ! না, তোমরা বেড়ে আছ ! বাস্তবিক মাঝে মাঝে মনটা যখন নিতান্ত ।মহয়ে ঝামিয়ে যায়, সেই সময়ে একটু চেঁচামোচ করে' মনকে চম্কে নেওয়া বিশেষ দরকার মনে হয় । কিন্তু তোমাদের দুজনের মাঝে পড়ে, থোকা বেচারির প্রাণ যে আঁতট হ'য়ে উঠ্‌ল, সেদিকে ঠাহর আছে কি ? (কাঁদতে কাঁদিতে ধীরেশের প্রস্থান) ।

কা—ঠিক বলেছেন আপনি ! দাদা আমার উপর চটে মাঝে থেকে থোকাকে কেন শাস্তি দেন তা' তো বুঝ্‌তে পারিনা !

পি—(হাসিবার চেষ্টা করিয়া) এই দেখ একবার পাগলামি ! আমি তোর উপর চটলুমই বা কখন, আর থোকাকে শাস্তিই বা

নাট-মন্দির ।

দিলুম কোথায় ? তুই আমার চেয়ে এসব বিষয় বুঝিস ভাল, তুই বললি যে বকম ভাবে থোকা এখন পড়ছে তা'তে তার ক্ষতি হ'বে । যাতে ভবিষ্যতে ক্ষতি না হয়, তা'ব ব্যবস্থা করলুম । এতে রাগ'টা আমার দেখলি কোথায় ? কি আশ্চর্য্য—হাঃ—হাঃ ।

কা—অর্থাৎ কিনা পুন সন্তুষ্টাচিত্তে থোকাব বইখানা বুচিয়ে ফেললুম ।

ব—সত্যি ভাট্ট হবে ঢেকেত তোমাব মুখেব যে অবস্থা দেখেছিলুম, সেটা অতিমাত্রায় তোমাব খুসী জ্ঞাপন করছিল বলে তো মনে হয় না । যাক—ব্যাপাব কি বলতো ?

পি—ব্যাপাব ছাব কি ? -কঃ পদ্মা ? থোকাকে লেখাপড়া শিথিয়ে নাহুব কববাব প্ররুষ্ট পদ্মা কি সেইটাই হচ্ছে সমস্তা ।

ব—এহ বে তোমাদেবও “সমস্তা”র পেয়েছে । আজকাল ‘সমস্তা’ব একটা হাওয়া এসেছে । অন্নসমস্তা, বন্ধসমস্তা, শিক্ষা সমস্তা—খুব সামান্য জিনিষকে বড বড নাম দিয়ে এবকম ধোবালো কবে’ তোলবাব মানে যে কি তা'তো বুঝি না ।

পি--(ভ্রাতাব প্রতি কটাক্ষ করিয়া) গুন্‌ছি'স্, বন্ধবর কি বলছেন ?

কা—গুন্‌ছি বটে, কিন্তু বুঝি'ছি না । আচ্ছা মশাই, যেটা বাস্তবিকই সমস্তা, সেটাকে “সমস্তা” না বলে “যৎকিঞ্চিৎ” বললেই কি তা'ব হ্রস্বতা কিছু কমে যায় মনে কবেন ? আগুনকে আগুন না বলে’ জল বলে, তা'র মধ্যে হাত দিলে, হাতটা ঠাণ্ডা হ'বার বিশেষ সম্ভাবনা আছে নাকি ?

শিক্ষা-বিভ্রাট ।

ব—বাপু -জিনিষটা একেই ছরোঁধ্য । তা'র উপর রূপকের ধোঁয়ায় যদি একেবারে অন্ধকার করে' দাও তা'হ'লে কিছুই বোঝা যাবে না !

কা - আচ্ছা, এ বিষয়ে আপনার যা' মত তা' রূপক ছেড়ে বাস্তব দিয়ে ব্যাখ্যা করে' দিন, তাহ'লেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে ।

ব—ব্যাপারটা তো পরিষ্কার হ'য়েই আছে । এই ধর না আমাদের কথা । আমাদের বাপ মা এবং গুরুজন আমাদের শিক্ষার পক্ষে যে পথ ভাল বলে' বুঝেছিলেন, সেই পথ ধরিয়ে দিয়েছিলেন । সে পথে চলে আমরা যে বাঁদর হয়ে পড়েছি, একথা তো কাউকে বলতে শুনিনি । সেই শিক্ষার জোরেই আজ সমাজের একজন হয়ে আছি, জীপুত্রের ভরণ-পোষণ করছি,—এক কথায় মানুষের মা' কর্তব্য সবই করছি । সেই রকম এখন আমরা যে পথ ভাল বলে' বুঝে সেই পথে আমাদের ছেলেদের চালিত করব । ওরাও আমাদের মত না হ'য়ে, বাঁদর হ'য়ে পড়বে—এ রকম ভয় করবার কোন কারণ ঘটেছে কি ?

কা—শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য আপনি কি মনে করেন ?

ব—সাংসারিক অভাব মোচন করে' জীপুত্রপরিবার নিয়ে সমাজের দশজনের সঙ্গে সম্ভাবে থাকবার পন্থা বাৎলে দেবে,—এই তো শিক্ষার উদ্দেশ্য ।

পি না, না, এ তুমি ঠিক বললে না । মানুষের চরিত্র বলে' একটা জিনিষ আছে —শিক্ষাদ্বারা সেইটাকে .

নাট-মন্দির ।

ব—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা' আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি তা'তে আমাদের চরিত্র বুঝি হারিয়ে বসে আছি ?

কা—আপনারা চরিত্র হারাননি বটে—কিন্তু তা'কে যে বাড়াননি, এ কথাও ঠিক ।

ব—দেখ তাই, হারান ও বাড়ানতে ছন্দ মিলল ভাল, কিন্তু মানে মিলছেনা ।

কা—বাড়াননি, অর্থাৎ কিনা তা'কে বিকশিত করে তুলতে পারেননি ।

ব—আচ্ছা, শিক্ষার উদ্দেশ্য তোমার কি মনে হয় ?

কা—শিক্ষার উদ্দেশ্য ? জ্ঞানচচ্চা ও চরিত্রবিকাশ, culture ও মনুষ্যত্ব অর্জন ।

ব—তার ফলে ?

কা—Culture ও মনুষ্যত্ব লাভই চরম ফল ।

ব—আর অর্থোপার্জন ?

কা—এই শিক্ষার দ্বারা অর্থোপার্জন হ'তেও পাবে, আবার নাও হ'তে পারে । হয় তো ভালই—না হয় তো ভ্রুংখিত হ'বার কারণ নেই । লক্ষ্মী সরস্বতীর বগুড়া যে চিরকালে -এ কথাতো কাকুর অজ্ঞানা নেই ।

ব—হ্যাঁ:— অর্থোপার্জন করে' কি হ'বে ? ওটা বড় ফুল, বড় material বস্তু, না ? ভাল ভাত না খেয়ে ছাদের উপর মলর হাওয়া আর চাঁদের সুখা খাওয়ার চেষ্টা করাই হ'ল culture, কি বল ?

শিক্ষা-বিভ্রাট ।

পি—ভায়া আমার বলে ভাল । মলয় হাওয়া আর চাঁদের সুখা
খাওয়া, হাঃ হাঃ ।

ব—বাস্তবিক তাই । কিন্তু শুধু মলয় হাওয়া আর চাঁদের সুখা
খেয়ে থাকবার যিনি চেষ্টা করবেন, তাঁকে শীঘ্রই যে খাবি খেতে
হ'বে এ কথা ভোলাটাও কি ভাল ?

কা—আজকালকার culture মানে যে এই রকম sentimentality, তা আপনি কি ক'রে জানলেন ?

ব—দারুণ অভিজ্ঞতা থেকে আর কোথা থেকে ? তবে বলি
শোন । ছেলের জন্ম গ্রাইভেট্ টিউটারের বিজ্ঞাপন দিলুম ।
প্রথম যিনি এলেন তাঁর পড়বার Method টা একবার শোন ।
একদিন দেখি তিনি ছেলেকে Geography পড়াচ্ছেন । ছেলেকে
জিজ্ঞাসা ক'রলেন --“Venice কোথায় ?” ছেলে বললে—“Italyতে
—এই বলে, Map দেখিয়ে দিলে । তারপর দেখি Italy ও
Venice-এর সম্বন্ধে এক লম্বা Lecture আরম্ভ হ'য়ে গেল ।
সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কেমন, সেখানে আর্টের কি রকম
বিকাশ হ'য়েছিল, তা'র সঙ্গে ভারতের তুলনা । ছেলেটা গল্প পেয়ে
হাঁ করে গিলতে লাগল । আমি তো প্রমাদ গণলুম । তাঁকে
আড়ালে ডেকে বল্লুম, “মশায়, পড়বার সময় অবাস্তুর গল্পগুলো
বাদ দিলেই ভাল হয় না ।” আর যাবে কোথায়—তিনি একেবারে
লেজে-পা-সাপের মত ফোঁস্ ক'রে উঠেছেন । আমাকে তিনি
পরিষ্কার ব্যখ্যায় দিলেন যে, ওই গল্পগুলি একেবারেই অবাস্তুর নয়,
তাঁর শিক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় । তাঁকে কাজে কাজেই

অব্যাহতি দিয়ে আর একজন মাষ্টার আনলুম। ও বাবা—ইনি আবার ‘গণ্ডেশোপরি বিস্ফোটক’। ইনি থার্ড ক্লাসের ছেলেকে কবিতা পড়াতে গিয়ে শেল, রবীন্দ্রনাথ quote করেন—প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের গভীর সম্বন্ধবিষয়ে তত্ত্ববাখ্যা করেন—বিবেকানন্দের জীবনী পড়াতে গিয়ে ছেলেকে বোঝান—“টাকা পরসী না হলেও ক্রটি নেই, কিন্তু চরিত্র চাই।” কাজে কাজেই তাঁকেও ছাড়াতে হ’ল। তারপর এবার যে শিক্ষকটী পেরেছি একেবারে মনের মতন। একটা বাজে কথা বলে না, taskএর উপর task দিয়ে ছেলেটাকে একেবারে চিট করে রেখেছে। আগের দুটো মাষ্টার ছিল যেন তার খেলার সাথী, কিন্তু এ মাষ্টারকে সে যমের মত ভয় করে। বাস্তবিক ভাট, আজকাল তোমরা এই culture এর ধুরো তুলে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় করেছে। ঘরে বাইরে তোমরা যদি এই রকম ব্যাপার কর তো আমাদের পাগল হ’য়ে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

পি—আমার কিন্তু মত অন্য রকম। একটা মুষ্কিলের সম্মুখ এসেছে সন্দেহ নেই। তুমি আমাদের পূর্ব পদ্ধতিকে মেনে নেওয়া যতটা সোজা বলে মনে কর, আমি তা’ করিনে। প্রচলিত পদ্ধতির উপর একান্ত বিশ্বাস আর আমার নেই, কিন্তু কোন পথে যাব তাও ঠিক বুঝি’নি। এ অবস্থায় আমরা পাগল না হ’য়ে আমাদের ছেলেদের পাগল হ’য়ে যাবারই বেশী সম্ভাবনা। কারণ, এ অবস্থায় শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ হ’বেই, আর প্রত্যেক দলের লোক নিজেদের মতকে বড় করবার জন্ত তাঁদের দলে ছেলেদের টানতে

শিক্ষা-বিভাগ ।

চেপ্টা করবেন । এচ রকম দশচক্রে, আমাদের ছেলেরা যে কি রকম ভূত হ'য়ে দাঁড়াবে তা'তো ভেবে উঠতে পারি না ।

ব - আর ভেবে কাজ নাই ভাই--মাথা গরম হ'য়ে গেছে ।
(ধীরেশের কাকার দিকে চাহিয়া) আজ এই পর্য্যন্তই থাক,
কেমন ? একটু দাবা খেলে মাথাটা খোলসা করে' নেওয়া যাক ।
কইরে মদন, দাবার সরঞ্জামটা এদিকে নিয়ে আস না ।

কা—ঠ্যা, হ্যা আপনারা খেলুন ।

পি—কইরে মদন— ।

[পট ফেপণ]

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

(একটি উচ্চ ইংবাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণী—বিদ্যালয় বসিয়াছে,
কিন্তু শিক্ষক মহাশয় এখনও আসেন নাই । কিছুক্ষণ পরে শিক্ষক
মহাশয়ের প্রবেশ । ছেলেরা সম্বরে চাপা গলায় “Late
Late” বলিয়া চোঁচাইয়া উঠিল । শিক্ষক মহাশয়
একবার সকলেব প্রতি ভীত দৃষ্টিপাত
করিয়া গভীরভাবে বসিলেন)

শি—আজ এই Hourএ তোমাদের কি আছে হে ?

সকলে—Essay, Sir.

শি—সকলেই লিখেছ তো ?

সকলে—আজ্ঞে হাঁ ।

শি—প্রবোধ, তোমার Essay নিয়ে এসো । আজকের
Essayটা কি বিষয়ে ছিল ? (প্রবোধ উঠিয়া আসিয়া শিক্ষকের
হাতে খাতা দিল) হঁ—Self-denial—হঁ—মন্দ হয়নি । তা’
কোন বই দেখে দেখে টুকেছিস নাকি ?

প্র—না Sir, আপনি যেমন বলেছিলেন—আগে Students’
Treasury থেকে ছাঁকা মুখস্ত করেছি, তারপর লিখেছি ।

শি—আচ্ছা—বল দেখি ।

প্র—(চক্ষু বুজিয়া, জকৃষ্ণিত করিয়া অপূর্ব স্বর ও মুখভঙ্গি

শিক্ষা-বিভাগ ।

সহকারে) Self-denial is another name for the repression of the immoderate indulgence of the six carnal passions with which we are born in this world. Man's nature is twofold.....

শি থাক্, থাক্, খুব হ'য়েছে - বস । কই বীরেন, তুমি এস ।
(খাতা লইয়া বীরেন শিক্ষকের হস্তে দিল । একটু দেখিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে) বাঃ, বাঃ, চমৎকাব লিখেছিস্ যে, কোন্ বই থেকে লিখ্‌লি ?

বী—কোন বই থেকে নয় Sir, নিজের মন থেকে ।

শি । (সতসা গম্ভীর হইয়া) হঁ—তা বুঝেছি—সেই জগুট আর maintain করতে পারনি শেষটা একেবারে flat হ'য়ে গেছে । দেখ বাপু, তোমাব বড় একগুঁয়ে স্বভাব । তোমাকে পাঁচশো বার বলেছিলাম যে, কোন বই থেকে মুখস্থ করে লিখবে—নিজে গুস্তাদি করতে যেয়োনা ।

বী—Essayর বই দেখে লিখলে বাবা বকেন Sir ; তিনি বলেন বইয়ের Essay থেকে মুখস্থ কবলে চিন্তাশক্তি একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে । কোনকালে আর ভাল Essay লিখতে শিখবিনা । তার চেয়ে আপনার মন থেকে লিখতে চেষ্টা কর—প্রথম প্রথম খারাপ হতে পারে, কিন্তু পরে খুব ভাল হ'য়ে যাবে ।

শি—(মুখভঙ্গী করিয়া) যেমন এই ভাল হ'য়েছে ! আরে বাপু, তোমার বাবার যদি তাই মত, তবে ছেলেকে স্কুলে দেন কেন ? বাড়ীতে পড়ালেই তো পারেন ! যাও বসগে । (খাতাখানি ছুঁড়িয়া দিলেন) কই ধীরেশ দেখি । (একটি হেলেকে ক্লাশের

নাটমন্দির

দরজা হইতে উঁকি মারিতে দেখিয়া) কে রে তুই, এগিয়ে আয়,
এগিয়ে আয়।

(বালকটি ধীরে ধীরে শঙ্কিতচিত্তে ভিতরে প্রবেশ করিল)

বা। আজ্ঞে, আমি।

শি—তুই কে, কোন্ ক্লাশে পড়িস ?

বা - আজ্ঞে, fourth class এ পড়ি।

শি - উঁকি মারছিল কেন ?

বা—উঁকি মাঝি নি sir, আমি জল খেতে যাচ্ছিলাম।

শি—এই গো স্কুল বসলো, এতক্ষণ খেতে পারনি ? সব
বজকর্কী। দেখি তোর কেমন তেষ্ঠা পেয়েছে—হাঁ কর, হাঁ কব।

(বালক মুখ ব্যাদান করিল)

শি—ওই তো তোব জিবে জল রয়েছে, তেষ্ঠা পেলে তো
জিব শুকনো হতো। আমার সঙ্গে চালাকী। যাও ক্লাসে বসগে।

(বালককে চপেটাঘাত ও কাঁদিতে কাঁদিতে বালকের প্রস্থান)

কই হে ধীরেশ !

ধী—(সবিনয়ে) আজ্ঞে, আমার লেখা হয়নি।

শি—হুঁ—তবে প্রথম যখন জিজ্ঞাসা করলুম, তখন বললে যে
সবারই লেখা হ'য়েছে।

ধী--না Sir, আমি বলিনি ; সকলে যখন 'হাঁ' বলেছিল আমি
তখন চুপ করে' ছিলাম।

শি—মাথা কিনেছিলে আর কি। তা', লেখা হয়নি কেন ?

জনৈক ছাত্র - আমাদের Class এর মাগিকের Sir, অনুগ্রহ

শিক্ষা-বিভ্রাট ।

কবেছে জানেন তো । তাকে ও ছবেলা Nurse করতে যার, সেই ভয় নোধ হয় লিখতে পারেনি ।

শি—কিহে ধীরেশ, তাই নাকি ?

ধী—আজ্ঞে হাঁ, লেখবার সময় পাইনি ।

শি—মাণিকের সঙ্গে আজ্ঞা দেবার সময় পেয়েছিলে তো ?

ছাত্র—মাণিকের সঙ্গে আজ্ঞা দেবে কি Sir ? তা'র যে খুব জ্বর । তা'কে দেখবার তো কেউ নাই Sir, তাই ও রাতদিন প্রায় সেটখানে থাকে ।

শি—তাব যদি কেউ নেই তো তোমরা দেখনা কেন বাপু ? বোকা পেয়ে ওকে দিয়েছ সেখানে লেলিয়ে, আর নিজেরা পড়াশুনা কবে' কাজ গুছাচ্ছ ।

ছাত্র—ওকে, লেলিয়ে দিয়েছি ? কি বলেন Sir ! আমবা জানতুমই না যে মাণিকের অসুখ করেছে । কাল আমরা তিনচারজন মিলে ধীরেশের বাড়ী গিয়েছিলাম, ওকে ডাক্তারে । শুনলুম ও মাণিকের বাড়ী গেছে । সেখানে মাণিকের মা ওর কত সুখ্যাতি করলেন, বললেন যে ধীরেশ না থাকলে মাণিককে এবার বাচান শক্ত হ'ত । তা' Sir, Self-denial এর Essay লিখতে দিয়েছিলেন, ও কাজে Self-denial করে' এসেছে—ভালই করেছে তো Sir !

শি—থাক্ থাক্, তোমাকে আর কোবলদালালি করতে হ'বেনা । তা' বাপু ধীরেশ, এটা কি ভাল হ'চ্ছে ? নিজের কাজ হারিয়ে পরোপকার করা, এটা কি বুদ্ধিমানের মত কাজ হচ্ছে ? এই তো গত বৎসর ফাষ্ট হতে পারলে না, সেক্ষেত্রে হরে গেলে ।

এবাব তো দেখছি আবও নীচে যাবে । নিজের এবকম অবনতিতে
লজ্জা বোধ হয় না ?

তৃতীয় অঙ্ক

(প্রশস্ত ময়দান । তাহার এক প্রান্তে প্রবোধ,
ধীরেশ ও বীরেন আসীন)

প্র—ধীবেশ, কাল আমাদের ওখানে আসিছিস তো অঙ্ক
কসূতে ?

ধী—আমি তো প্রায়ই তোব বাড়ী যাই, কিন্তু তুই তো
একদিনও এলিনা । না—কাল আমি যাবনা, তোকে আসূতে হবে
আমাব বাড়ীতে ।

বী—বাস্তবিক, প্রবোধ দিন দিন একদম কুনো বনে' যাচ্ছে ।

প্রঃ—তুমিতে জান ভাই যে, বেকলে বাবা কি বকম বকেন,
তাইতো বেকতে পাৰি না ।

বী—বাঃ এতে বকুবাব কি আছে ? তুমি আসবে অঙ্ক
কসূতে আমার বাড়ীতে এব জন্তে তোমাব বাবা বকবেন ?

প্র—বাবা যে বিশ্বাস কবেন না । তাঁব ধারণা তাঁর চোখের
আড়াল হলেই আমি খেলা করি । খাতা বই নিয়ে বেকুন একটা
ছূত্‌না মাত্র !

শিক্ষা-নিদ্রাট।

ধী - সে কিহে ! তোমার বাবা তোমার কথা বিশ্বাস করেন না ? তুমি যদি তাঁকে বল যে অঙ্ক কসে এলে, তবুও তিনি মনে করবেন যে তুমি খেলে এলে ?

বী—গোড়া থেকে বাপকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলে এষ্ট রকমট হয়, বুঝলে না হে ধীরেশ, হাঃ, হাঃ।

ধী - অর্থাৎ ?

বী—অর্থাৎ কিনা—কোনদিন ভুলেও বাবার কাছে একটি সত্য কথা বলেনি !

প্র—না না, এ তুমি অত্যন্ত বাড়িয়ে বলছ বীরেন। ধীরেশ শোন, জ্ঞানত বাবা একটু কড়া লোক। ছেলেদের একদম বাঁধাবাধির ভিতর রাখতে ভাল বাসেন। ঘুমনো, পড়া, খেলা, সব বিষয়ে ঘণ্টা ধরে নিয়ম ক’রে দেওয়া। তার এক চুল এদিক ওদিক হ’লেই অস্থির। কিন্তু অত বাঁধা-বাধির ভিতর কি থাকতে পারা যায় ? তাই, ওর মধ্যে সুবিধা পেলেই ফাঁকি দেই, আর সেই ফাঁকি ঢাকবার জন্তে যা একটু আধটু মিথ্যা বলি। তা অমন মিথ্যা প্রায় সব ছেলেই বলে থাকে !

ধী - (সবিস্ময়ে) ও রকম মিথ্যে সব ছেলেই বলে থাকে কিহে ? মিথ্যা কথা বলানো ছেলেদের স্বভাবের অন্তর্গত মনে কর নাকি ?

বী—তা এক রকম বই কি ! তোমার মতন moralist তো সবাই নয় ?

প্র -- বলতো ভাই বীরেন, বলতো।

নাটমন্দির ।

ধী - যাক্, তোদের কাছ থেকে একটা নতুন কথা শিখলুম ।
আচ্ছা তোর বাবা যদি এত কড়া লোক তো সে দিন রাত্রে
বাবোয়ারিতলায় যাত্রা শুনে গিয়েছিল কি ক'রে ?

বী—বলনা হে প্রবোধ, সে একটা মস্ত বড় adventure ।

প্র—তবে বলি শোন. বাবা সে কথা জানেন বুঝি ?
বাবোয়ারি তলায় যাত্রা হ'বে শুনে খাবার সময় বাবা গম্ভীরভাবে
বললেন “খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়গে, যাত্রা শুনে যেন যাওয়া না
হয় ।” জানতো, রাত থাকতে উঠে পড়তে হয় বলে' আমি বাইরের
ঘবে শুই । বাইরে এসে, ভাল মানুষের মত শোওয়া গেল ।
রাত দশটার সময় বাবা একবার Personal Inspection এ
এলেন । সব দেখে শুনে স্বহস্তে সদর দরজা বন্ধ কবে, উপবে
শুতে গেলেন । আমি তখন শ্রীকৃষ্ণের কপট নিদ্রায় আর কি ।
তারপর যাহাতক এগারটা বাজা, বাড়ি ঘর নিশ্চুতি হওয়া, অমনি
পাঁচিল টপ্কাইয়া যাত্রাতলায় গমন ; আর যাহা তক চারটে বাজা,
অমনি পূর্ব পথে প্রত্যাগমন । পাঁচটার সময় বাবা এসে দেখেন
আমি ভাল ছেলেটির মত চোখে মুখে জল দিয়ে পড়বার উদ্যোগ
করছি ।

ধী—কি ভয়ানক ! এবে নিছক জুয়াচুরি । বাবার সঙ্গে এই
রকম প্রতারণা ।

বী—তোমার বাপু সব তাতেই বাড়াবাড়ি । লুকিয়ে যাত্রা
শুনেছে তো তা'র নাম হ'ল জুয়াচুরি, প্রতারণা । অমরকোষ থেকে
আরও বড় বড় হুচার্টে শব্দ ওর সঙ্গে জুড়ে দেও, শোনাবে ভাল !

শিক্ষা-বিভ্রাট ।

প্র—যাক্, সে কথা । দেখ্ ভাই ধীরেশ, তোর বাবা সব বিষয়ে মত দেন, তাই কোন গোল হয় না । আচ্ছা তোব বাবা যদি সেদিন যাত্রাতলায় যেতে বারণ করতেন, তুই তা' হলে' কি করতিস্ ?

বী কি আব কবতুম ! যদি বাবার কথাটাই বড় ব'লে মনে হ'ত তো যাত্রাতলায় যেতুম না, আর যদি যাত্রা শোনাটাই বড় বলে মনে হ'ত তো বাবাকে জানিয়ে যাত্রা শুনতে চলে যেতুম, এবং তার জন্তে যে শাস্তি হয় গ্রহণ করতুম ।

বী—হাঁ, হাঁ, Lecture দিতে সবাই পারে । অমন দেবতুল্য বাপ পেয়েছেন, তাই বীৰত্ব ফলাচ্ছেন হেন্ করতুম, তেন্ কবতুম । আবে বাপু, আমাদের নত Strict guardian পেলে ঐ এক পথই অনুসরণ কবতে হ'ত ।

ধী—বাবার সঙ্গে এই নিয়ে প্রায়ই আমরা খুঁটানাটা হয় । তাই তিনি আমার সব ভারই কাকার হাতে দিয়েছেন, আব কাকা আমাকে অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে মানুষ ক'রে তুলছেন ।

বী আহা, সেই কথাই তো আমরা বন্দি !

ধী—আমার কাকা কি বলেন জান ? এ ক্ষেত্রে guardian দেবই দোষ বেশী । তোমাদের প্রত্যেক ইচ্ছা ও কাজে এই রকম অন্তায়ভাবে বাধা দিয়েই তাঁরা তোমাদের মিথ্যাবাদী গড়ে তুলছেন ।

বীঃ—দেখ ধীরেশ, সত্যি কথা বল্, রাগ কোরোনা ! আমরা মিথ্যাবাদী হতে পারি, কিন্তু তোমার মতন গুরুজনদের কাজের ছল ধবা. ভুল দেখানো প্রভৃতি জ্যাঠামো আমাদের নেই ।

এই Head Master এর সেই সামান্য বিষয়টা নিয়ে তুমি কি রকম কাণ্ডটা করলে বল দেখি !

ধী—সেটা সামান্য ব্যাপার হ'ল ? তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হ'য়ে ঘুষ নিতে পারেন আর আমরা তার প্রতিবাদও করতে পারি না ?

বী—ওকে তুমি ঘুষ নেওয়া বল ?

ধী - ঘুষ ছাড়া ওকে আর কি বলা যায় ? এবারে যে তিনটি ছেলেকে তিনি প্রথমে allow করলেন না, তা'দের নানারকম করে বুঝিয়ে দিলেন যে, তারা যদি তার কাছে private এ পড়ে তাহ'লে তাদের allow করবেন। তার মধ্যে একটা ছেলের বাড়ী দূরে, সে ও'র কাছে পড়তে পারে না জানেন, তবু তা'র কাছ থেকে ৩০ টাকা নিয়ে তবে তা'কে পাঠালেন। লোককে বোঝালেন, ও ছ'মাসের Tuition Fees advance দিয়ে গেল। কিন্তু সে যে সেই গেল আর এল না।

প্র—দেখ তাই ধীরেশ, বাবাকে আমি ওই কথাট বলেছিলুম। তিনি আমাকে এক ধমক দিয়ে বললেন—“মাষ্টারের সঙ্গে লেখাপড়ার সম্বন্ধ। সে কি করে, কি খায়, কোথা যায়, এসব তো'র দেখবার দরকার কিরে ?

ধী—সেকি হে, মাষ্টার মহাশয়দের সঙ্গে আমাদের শুধু লেখাপড়ার সম্বন্ধ ? তাঁরা সব বিষয়ে আমাদের আদর্শ নন ? তাঁদের দেখেই তো আমাদের চরিত্র গড়ে উঠবে।

বীঃ—হ্যাঃ—ঐ “চরিত্তর” “চরিত্তর” তোমার একটা mania ।

শিক্ষা-বিভ্রাট ।

আচ্ছা, আমরা না হয় মিথ্যাবাদী, গুরুজনদের কাজের ছল ধরতে পারিনা, আমরা নয় চরিত্রহীন । তুমি না হয় খুব চরিত্রমান—থুড়ি থুড়ি চরিত্রবান । আচ্ছা তোমার এট “চরিত্রির” দিয়ে আমাদের চেয়ে কি বেশী লাভ হ’য়েছে তোমার বলতো ? বল না হে প্রবোধ, তুমি যে একদম বোবা মেরে গেলে ।

প্র—না ভাই, আমি তোমাদের অত চুলচেবা তর্ক বুঝি না, —তাই চুপ্‌চাপ শুন্ছি । ভাবতে গেলেই দেখি গোল, তাই চোখ বুজে দিনগত পাপক্ষয় করে যাই । অত মাথা ঘামানোর মজুবি দেবে কে ?

বী—ধীরেশ বল, চুপ করে থাকলে চলবে না, উত্তর দাও ।

ধী—এখন সে কথা বলব না । যখন আমরা বড় হ’ব সকলেই সংসারে প্রবেশ কর্তে যাব, তখন যদি সবাই এক সঙ্গে থাকি, তো দেখিয়ে দেব চরিত্রের দ্বারা কি লাভ করেছে ।

বী— অর্থাৎ কিনা— উত্তর দেবার কিছুই নেই । আচ্ছা, আচ্ছা —দেখা যাবে তোমার ওই “চরিত্রির” নিয়েই তুমি কত বড় হও, আর ওই “চরিত্রির” না নিয়েই বা আমরা কত বড় হতে পারি ।

প্র—বীবেন, তুই বড় ঝগড়াটে ! যাক্ ধীরেশ, সন্ধ্যা হ’য়ে এল, বাড়ী যাওয়া যাক্ । কাল কিন্তু আসা চাই অন্ধ কস্‌তে ।

[পটক্ষেপণ]

চতুর্থ অঙ্ক

কলিকাতার ছাত্রাবাসেব একটা কক্ষ । নিজাভ্যাসের পর

প্রবেশ প্রসাধনে বহ । বীয়েনের প্রবেশ ।)

বী কিবে, কি পড়ছিস্ ?

প্র--ই্যা পড়ছি, ঘুমে বলে আমার চোখ চলে আসছে, এখন
আবাব পড়বে ।

বী কালও তুই থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলি বুঝি ? নাঃ—
তুই বড় ণাড়াবাড়ি আরম্ভ কবলি ; সামনেই পরীক্ষা আব তুই
এমনি ক'রে সময় নষ্ট করছিস । তোব বাবা জানতে পারলে কি
দসবেন বল দেখি ?

প্র - যা' করব তা'র সবই যদি বাবা জানতে পারনে, আর
তা'র জন্যে যদি জবাবদিহি কবতে হবে—তা' গলে হোষ্টেলে
থাকার আর সুখ কি ?

বী—তুমি তা'হলে Guardian দেব চোখে খুলো দেবার জন্তেই
হোষ্টেলে থাক ?

প্র—আরে শুধু আমি কেন ?—শতকরা ১১ জন ছেলে ওই
জন্তেই হোষ্টেল এত পছন্দ করে । কলিকাতার যাদের আত্মীয়ের
বাড়ি আছে, তাদের মধ্যেও অনেক ছেলে যে হোষ্টেলে থাকে,
তার ওই এক কারণ ! বাড়ীতে বলে—আত্মীয়দের বাড়ি গোল-

শিক্ষা-বিভ্রাট ।

মাল, পড়ার সুবিধা হবে না, হোস্টেলেই পড়ার সুবিধা বেশী ।
কিছু আসল কথা—হোস্টেলে পড়ার সুবিধার চেয়ে ফুর্তির সুবিধাই
বেশী, তাই হোস্টেলের উপর এত টান ।

বী—নাঃ—তুই যদি পড়া শুনায় এই রকম অবহেলা করিস্,
তাহ'লে দেশে গিয়ে তোর মাকে বলে' দেব ।

প্র—না, না—ক্ষেপেছিস্ ! দেখিস্, পরীক্ষার আগে আর
আমি একদিনও থিয়েটারে যাবনা । বাস্তবিক—কাল যদি তুই
যেতিস্, বামাসুন্দরীর কি natural posture! যেমনি গলা,
তেমনি ভঙ্গী—একেবারে Super-excellent !

বী—নাঃ—তুই বামাসুন্দরী আর গ্রামাসুন্দরী করেই ক্ষেপে
যাবি দেখছি । কার কেমন entrance, কার কেমন exit,
কার কেমন gesture posture—এই নিয়েই তো আছিস্ !

প্র—আরে বাপু, একটা mania না হ'লে কি মানুষ বাচে ?
আমার যেমন থিয়েটার, তোমার তেমনি বায়স্কোপ ।

বী—বায়স্কোপ তা' বলে থিয়েটারের চেয়ে ঢের innocent
amusement !

প্র—হ্যাঃ, তা' আর জানি না, ! বিলাতী যে সব Films
দেখায়, একেবারে scandalous ।

বী—মেনে নিলুম বাবা—আমরা ছুজনেই সমান পাপী !
আমরা তো আর ধীরেশ নই, যে “চরিত্তির” হারাবার ভয় রাখি ।

প্র—হাঁ, হাঁ—ভাল কথা ! ধীরেশ এক মহা কেলেকারি
করেছে, শুনেছিস্ ?

বী—এঁা বলিস্ কি ! ধীরেশ is the কেলেক্কারি ! তাহলে তার এতদিনের “চরিত্তির” gone to the dogs হায়, হায় !

প্র—তুই যা’ ভাব্ছিস তা নয় । তার চরিত্তিরটা রাখ্তে গিয়েই কেলেক্কারি !

বী—(সাগ্রহে) সে কি রকম ?

প্র - কলেজে তার Percentage short পড়ে । সেতো ছেলে খুব ভাল, তার Scholarship পাবার chance আছে । তাই clerk বলে আমাকে গোটা পাঁচেক টাকা দাও, যাতে Non-collegiate হ’তে না হয় আমি তার ব্যবস্থা করছি । এই আর কোণার আছে ! বাবতো Clerk কে সেখানে এই মারেন তো এই মারেন—মহা গালাগালি মারামারি ব্যাপার ! সব clerk গেল চটে । তারা এককাটা হ’য়ে Principal এর কাছে উল্টো চাপ দিয়ে নালিশ করলে—অর্থাৎ কি না ওই টাকা দিতে গেছিল, তারা নেয়নি বলেই এই গালাগালি মারামারি ব্যাপার । ধীরেশ সাক্ষী মান্লে তিনটি ছেলেকে । ওর এমনি বরাত যে, সেই তিনটি ছেলেরই Percentage short ! তা’দের ওই খানেই কড়ি দিয়ে খেরা পার হ’তে হ’বে, তারা কি clerk এর বিরুদ্ধে বেতে পারে ? তারা বল্লে—আমরা কিছুই জানিনে, আমরা সেখানে ছিলুমই না । ধীরেশ এই শুনে, চটেমটে এক লম্বা lecture বেড়ে দিলে । Principal এতক্ষণ সব আস্তে আস্তে শুনছিলেন, এই বার চটে গিয়ে ওকে এক বৎসরের জন্তে suspend করে’ দিলেন ।

শিক্ষা-বিভ্রাট ।

বী—কিন্তু বাই চল ভাই, এতে ধীরেশের যে খুব বেশী দোষ আছে তা'তো মনে হয় না !

প্র—না—দোষ নয় ? ইচ্ছে করে' নিজের সর্বনাশ করার আর বাহাহুরি কি ? জীবনের ভবিষ্যৎ যেখানে নির্ভর করছে, সেখানে Morality না ফলিয়ে চোখ বুজে ওই পাচটি টাকা দিয়ে দিলেই সব গোল মিটে যেত ।

ধীরেশ—(বড়ের মত ঘরে প্রবেশ করিয়া)—তার চেয়ে নিজের হাতে পিস্তল দিয়ে এই মাথাটা উড়িয়ে দিলে ঢের সহজেই গোল মিটে যেত !

প্র ও বী—(সমস্বরে) কে হে, ধীরেশ নাকি ?

বী—(নিজেকে দেখাইয়া)—কেন, এটা কি ধীরেশের প্রেতাত্মা বলে' সন্দেহ হ'চ্ছে নাকি ?

প্র—বাস্তবিক, অদ্ভুত ছেলে তুমি ধীরেশ ! এমন একটা ব্যাপার ঘটর পরও তুমি হাসি ঠাট্টা করতে পারছ ! আমরা হ'লে হয় পাগল হ'য়ে যেতুম, না হয় আত্মহত্যা করে বসতুম ।

বী—দূর ক্যাপা, আমরা হ'লে ওই গোলমালটা ঘটতই না ! নির্দিষ্টবাদে পাচটি টাকা দিয়ে এসে সর্বত্র চাপা গলায় বাহাহুরি কিন্তুম—‘কি রকম ফাঁকি দিয়ে Percentag-টা বাগিয়ে নিয়ে আসা গেছে !’

ধী—(ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে)—নিজেদের বিষয়ে এ রকম হীনতা স্বীকার করতে লজ্জা হয় না ?

বী—(গম্ভীরভাবে) তুমিইতো বল ভাই যে, সত্যি কথা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করা উচিত নয় ।

প্র—বাস্তবিক ধীবেশ,তোমার অতটা rash হওয়া উচিত হয়নি ।

ধী—Rash, ফ্যাশ্ বান্ না , ও অবস্থায় যা' করা উচিত ছিল তাই করোছ ।

প্র—না—তা' করনি । ওখানে, কোন গোলমাল না করাট তোমার উচিত ছিল ।

ধী—কি বলছ তে প্রবোধ ? নির্ঝিন্দাদে ঘুস্ দিয়ে যাওয়াই আমার উচিত ছিল ?

বী—আহা—না হয় নিবাদ কবেই দিতে ।

ধী—কি বলছ তে তোমরা ? এত বড় public immorality কে তোমরা support কব ?

বী—না কবে' কবি কি । দোঁধি ওটাকে support করবার এত লোক আছে যে, আমরা Su| port না করলে ওর কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি আছে । সে তো তোমার নিজের বিষয়েই বঝতে পাবলে ।

প্র—বাস্তবিক,—Oppose করতে গিয়ে তোমার নিজের ক্ষতি ছাড়া আর কি করলে ? তোমার আগেও যেমন ঘুস্ নেওয়া চলছিল, তোমার পরেও তেমনি চলবে । এই যে তোমার class-fellow তিনটি সব জেনে শুনেও মিথ্যে কথা বলে' তোমার সৰ্কনাশ করলে—কেন জান ? তারা ওই clerkকে দিয়েই নিজেকে Petcentage ঠিক করিয়ে নেবে বলে' ।

শিক্ষা-বিভাগ ।

ধী—শুনলুম, তারা তাই করেছে ।

প্র—ওই যে বললুম—তুমি তোমার নিজের পায়েই কুড়ুল মারলে । যাক্—তবু এক বৎসরের Suspend করার Principal এর খুব দয়া বলতে হ'বে !

ধী—কে তার দয়া চেয়েছিল ? আমি তার দয়া প্রত্যাখ্যান করেছি ।

প্র—অর্থাৎ ?

ধী—অর্থাৎ—আমি আব পড়ছি না ।

প্র—সে কি হে ?

ধী—তা'তে লাভ ?

ধী—যে অবস্থা মানুষকে কেবল জোচ্চোর করে সে অবস্থা থেকে বিন্দুত পাওয়াই পরম লাভ !

বী—Universityর শিক্ষা তোমাকে জোচ্চোর করছিল, বলতে চাও ?

ধী—তা' এক রকম বই কি !

বী—বাবা, নিজের দোষ পাবব ঘাড় চাপালে চলবে কেন ?

প্র—যাক্ সে কথা—তোমার বাড়িতে সবাই শুনেছেন ?

ধী—আমি নিজে গিয়েই বলেছি ।

প্র—তোমার বাবা কি বললেন ?

ধী—বাবা বললেন—‘ও রকম ছেলের স্থান এ বাড়িতে হবে না !’

বী—আর তোমার কাকা ?

ধী—তিনি বলেছেন—‘ওকে বার করে’ দেবার আগে আমাকে বাড়ি থেকে বার করে’ দিয়ে ।

বী—বাস্তবিক ভাই, তাঁর শিক্ষার দোষেই আজ তোমার এই হৃদশা ।

ধী—(মারিতে উত্তত) কি, কি বললে ?

প্র—(বাধা দিয়া) আরে, আরে—কর কি ?

বী—আচ্ছা বাপু, সেই বছর পাচেক আগে বলেছিলে—মনে আছে তো—যে, চরিত্তির দিয়ে তুমি কি লাভ করলে, সে কথাটা সংসাবে প্রবেশ করবার সময় বলবে । সেই সময় তো ঘনিয়ে এল, আজ হিসাব দাখিল করতো ।

প্র—আঃ বীরেন ! আবার সেই সব কথা কেন ? কোথায় ওর সঙ্গে এখন sympathise করবি না ঝগড়া লাগালি ! তুই বড় ঝগড়াটে !

ধী—আমি তোমাদের sympathy চাই না ।

বী—না, না—তোমার জন্ত আমাদের apathy রেখেছি, তাই নিয়ো । এখন আসল কথার উত্তর দাও ।

ধী—কি লাভ করেছি, জান ? তোমাদের এবং এই শিক্ষার আসল রূপ চিন্তে পেরেছি । উভয়ের সুখ থেকেই ভদ্রতার মুখোসটা হঠাৎ খসে পড়েছে ।

বী—হেঁয়ালি ছাড়, সাদা কথায় বল ।

ধী—বলছি । শিক্ষার উদ্দেশ্য কি বলা হয় ? Perfect and harmonious development of Physical, Intellectual

শিক্ষা-বিভ্রাট ।

and Moral powers, এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা ! এ শিক্ষা Physical Culture এর কোন ধার ধাবে না, Intellectual Powers কে নিপথে নিয়ে যায়, আর Moral Powers কে extinct করে' মারে । 'আব তোমরা ? এই শিক্ষার অধীনে থেকে তোমরা কি হয়েছ জান ? তোমরা যা' বল তা' কর না, যা' কর তা'র অর্থ বোঝ না, যা' ভালবাসবার তা' ঘৃণা কর, যা ঘৃণা করবাব তা' ভালবাস । তোমরা বাক্যে বীর, চিন্তায় অধীর ও কন্মে 'গুরুম হ'য়েছ ।

দী—তা' না হয় সবই হোল ! কিন্তু তা'তে তোমার লাভ কি ?

দী—জ্ঞান বলই পবন বল । এই জ্ঞানের দাবা আমি ভবিষ্যতের জন্ত অসীম বল লাভ কবেছি ।

বী—কিন্তু ও সব ভূয়ো কথা । আমি বলব—তোমার এই “চরিত্ত্ব” mania দিয়ে তুমি কি লাভ করেছ ?

দী—বল—

বী—আবার মারতে এসোনা কিন্তু—এবার তোমার permission নিয়েই বলছি । তুমি তিনটি লাভ করেছ ! প্রথমটি—ব্যক্তিগত, দ্বিতীয়টি—পরিবারগত, আর তৃতীয়টি—সমাজগত । ব্যক্তিগত লাভ—সারা জীবন অন্তঃতাপ, পরিবারগত লাভ—অকাংক্ষা অশান্তি, আর সমাজগত লাভ—নিষ্ফল আক্ৰোশ !

দী—হঁ—আর তোমরা ?

বী—হাঁ, হাঁ, - “চরিত্ত্ব” না নিয়ে আমরা কি লাভ করলুম, বটে । সে তো দেখতেই আর বুঝতেই পারছি । আমরা দুজনে বি,

এ, টা পাশ তো করবই। প্রবোধের বাবাব মুরব্বির জোব আছে—
একটা ভাল চাকরী ঠিক হ'য়েই আছে। আর আমার—ছোটখাট
যা' হয় একটা জুটে যা'বে। কোন কালে অন্ত বস্ত্রের কষ্ট হ'বেনা,
বা ক্যা ক্যা করে বেড়াতে হ'বে না। বাড়িতে শান্তি আছে, স্বাপ্ন
নিয়মে আদর্শ গৃহধন্য পালন করা যাবে এঁই সামান্য লাভ, কি বল
হে প্রবোধ ?

দী - তা' ভাল। আমার ব্যক্তিগত এবং পাবনাংগত যে লাভের
কথা বললে, তার সঙ্গে তোমাদের হয়তো কোন সংশ্রব নেই। কিন্তু
সমাজগত লাভের জেব তোমাদের উপবও যেতে পারে। আমার
এবং আমার মত অনেকেবই নিফল আক্রোশ যে একদিন হঠাৎ
সফল আক্রোশে পরিণত হ'তে পারে - সে কথা ভুলোনা। (প্রস্থান)

প্র - ওহে ধীরেশ, চলে কোথায়, শোন, শোন।

বী—যাবে আর কোথায় ? Berhamporeএর দিকে যাচ্ছে
বোধ হয়।

প্র—বাস্তবিক ধীরেশ, তুই mark করলি না, ধীরেশের
exitটা ঠিক দানীবাবুর মত—excellent।

অবনিকা পতন।

একালের ছেলে

আমাদের দেশে লোকে দেহে প্রাচীন হবাব
আগেই মনে প্রাচীন হ'য়ে পড়ে। তখন তাদের
কাছে জীবন্ত বস্তুমান ও উজ্জল ভবিষ্যৎ একান্ত
মিথ্যা। একমাত্র সত্য - মৃত অতীত। যা হ'চ্ছে ও
হ'বে তাব প্রাতি তাদের ঘৃণা ও বিবাক্তির অন্ত নেই,
যা হ'য়ে গেছে তাবই কাল্পনিক গোবব নিয়ে তাবা
আত্মহাৰা। ফলে একাল ও সেকালের মনো
চিবন্তন দ্বন্দ্ব ও অনৈক্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

বমেশ

সুবেন

নিজয়

শম্ভু

হবিশ

নিভাঠ

তুলসী

বামলোচন (বমেশের পিতা)

শিবরাম (তুলসীর পিতা)

সিন্ধুগুপ্ত

স্থান—কলিকাতা। কাল—বর্তমান। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে এক ঘণ্টাব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে এক দিনের এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের মধ্যে পনের দিনের ব্যবধান।

একালের ছেনে

প্রথম অঙ্ক

(সময়—অপরাক্ষ। রামলোচন বাবু বৈঠকখানায় বাসিয়া চম্ভ
মুদ্রিত কবিতা আলবোলা টানিতেছেন। রমেশের প্রবেশ।)

রমেশ—বাবা, আমাকে ডেকেছেন ?

রামলোচন—হাঁ, আর দেবী করছ কেন ? ল'ক্লাশটায় ভক্তি
হ'য়ে পড়না !

রমেশ—আমি তো আপনাকে বলেছি যে ল' পড়তে আমার
ইচ্ছা নেই।

রাম—তোমার ইচ্ছা না থাকতে পারে, কিন্তু আমার ইচ্ছা
আছে।

রমেশ—কিন্তু পড়তে হ'বে তো আমাকে ?

রাম—নিশ্চয়ই ! আমার ইচ্ছায় তোমাকে পড়তে হ'বে ! কথাটা
বলতে কিছু কষ্ট হ'চ্ছে কি ?

রমেশ—(সসঙ্কোচে)—একটা কথা বলব, রাগ করবেন না ?

রাম—স্বচ্ছন্দে বলতে পার। তুমি তো জান আমি তোমাকে
সম্পূর্ণ Liberty of Speech দিয়েছি।

নাট-মন্দির।

বমেশ—আপনার কথাটাই কি সব ? আমার কথা কি কিছু নয় ?

রাম—(সহাস্তে)—কে বললে নয় ? (নিজেকে দেখাইয়া)
কিন্তু সে ইচ্ছা প্রয়োগের ক্ষেত্রটা ঠিক এ জায়গায় নয়। তোমার
ইচ্ছাটাই যে সব, সেটা প্রমাণ হ'বে তোমার পুত্র পৌত্রাদির উপর।
আচ্ছা বাপু, ল' পড়তে তোমার objectionটা কি ?

রমেশ—আজ্ঞে, ওটা বড় ছেঁড়া ব্যবসা।

রাম—এঁয়া, কি বললে—ওকালতী ছেঁড়া ব্যবসা ? পাগল আঁব
কি। যদি কোন আস্ত ব্যবসা থাকে, তো সে হচ্ছে ওকালতী,—
একবার চালাতে পারলে দেখবে যেখানে যা ছেঁড়া আছে, সব আস্ত
নতুন হ'য়ে গেছে।

রমেশ—ওতে বড় মিথ্যা কথা বলতে হয়।

রাম—তুমি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলনা ? এ বিষয়ে কোন
শপথ নিয়েছ নাকি ?

বমেশ—না, শপথ টপণ নয়—তবে পারকপক্ষে বালি না।

রাম—আরে, ওতেও তো তাই। পারকপক্ষে মিথ্যা কথা
ওকালতীতেও বলতে হয় না। যখন একেবারে অপারক, মিথ্যা
কথা না বললে মোকদ্দমা চলে না, তখন হু'চারটে মিথ্যা কথা বলতে
হয়। (রমেশের সহিত এই কথা হঠাৎই এমন সময় শিবরাম বাবুর
প্রবেশ। শিবরাম ঘোষ রামলোচন বাবুর চেয়ে ১২।১৩ বৎসরের
বড় হইলেও রাম বাবুর সহিত বন্ধুর আয়ত ব্যবহার করেন) —এই
যে শিবদা'—আমুন।

শিব—বাপ বেটায় কি তর্কাতর্কি হ'চ্ছে ?

একালের ছেলে ।

বাম তর্কাতর্কি নয় , বাবাজী তোমার অতন পড়তে নাবাজ ।
তাই ওঁকে বোঝাচ্ছ যে আইন পড়াতে লাভ বই লোকসান নেহ ।
(বমেশের প্রতি) আচ্ছা, বমেশ তুমি এখন যাও ।

শিব—(প্রস্থানপূর্ব বমেশের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া,
রমেশের অন্তর্দ্বন্দ্বের পূর্ব)- তোমাদের দোষই তো ছেলেবা
আজকাল এমন হচ্ছে । ছেলেব আবার মতামত কি ? বাপ আবার
তাকে বোঝাবে কি ? ঘাড় ধবে কবাবে ।

বাম—(সহাস্তে) দাদা, ঘাড় ধবে ছেলেকে দিয়ে মাটি কুপিয়ে
নেওয়া যায়, কিন্তু পড়া কবিয়ে নেওয়া যায় কি ?

শিব—ঐ তো তোমার দোষ । কথা বললেই মন্তব্য কব ।
এখন যেমন 'নাহ' দিচ্ছ তেমনি দেখবে ভবিষ্যতে তাব ফল । তখন
বলবে—হা শিবদা বলেছিল বটে ।

বাম (যথাসাধ্য গভীর ভাবে) সে কি কথা শিবদা—তোমার
সঙ্গে এসে কথা নিয়ে আমি মন্তব্য কবন ? বয়স তল্প, সব সময়ে
বাক্য উঠতে পারি না ছেলেব সঙ্গে কি একম ব্যবহার কবন । 'আচ্ছা'
তুমি তোমার ছেলেব সঙ্গে এক একম ব্যবহার কব শনি ?

শিব—আমি ? ছেলেব সঙ্গে চাণ এঁকণাবে মিলিটার
মেজাজে । অন্যন্ত দবকাব না হ'লে কথা বালিনে, আর সব সময়ে
সাবধানে থাকি বা'তে কোন একমে তাব মতে মত দিয়ে না দে'ল ।

বাম - কেন বলতো ?

শিব—আবে বাপু, আজ কালকার ছেলেকে জাননা, 'নাহ'
দিলেই মাথায় উঠবে ।

বাম—তুমি তা' হ'লে ছেলেকে কুকুবেধ সার্মিল মনে কব নাকি ?

শব—আঃ, তুমি বাপু বড় কথাব ছল ধর । আসল কথা কি জান । আজকাল আগেকাব চেয়ে অনেক নৈতিক অবনতি ঘটেছে ছেলেবা নাবাকে আব মানতে চায় না । এ অবস্থায় যদি ছেলেব মতে ভুলেও ত একবাৰ সায় দিয়ে ফোল, তা হ'লে কি আব বন্ধে আছে ? তাব পব থেকে আমাব মতকে তুড়ি মেবে উড়িয়ে দিয়ে সে নিজেব মতত চালাবে । সেহ জন্তে আমাব নিয়ম হচ্ছে যে, ঠিক হ'ক আব ভুল হ'ক আমাব মত অনুসাবে তা'কে চলতেই হ'বে ।

বাম—আচ্ছা, এব জন্তে তোমাৰ সংসাবে কোনকপ অশাস্তি হয় না ?

শব—অশাস্তি ?—কেন হ'বে ? তুমি যে বকম ভাবে চল, তা'তে তোমাৰ সংসাবেই নবং অশাস্তি হ'তে পাবে । এখানে তোমাৰ এক বকম মত, তোমাৰ ছেলেব এক বকম মত, এবং হয়তো তোমাৰ স্বাধ এক বকম মত । এহ তিন মতে তাল ঠোকাঠাকি লোগ অশাস্তি হ'তে পাবে । কিন্তু আমাব সংসানে ? ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, আবও অনেক লোক । কিন্তু সেখানে মত একটা এহ আমাব, অশাস্তি হ'বে কোথেকে ?

বাম—আচ্ছা তোমাৰ ছেলেব সম্বন্ধ আসছে না ? তার বিয়ে দেবে তো এইবার ?

শব—হাঁ, হা, ঠিক হ'য়েছে । ওহ বাপাব থেকেই তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমাব সংসাৰ চালাবাৰ ধবণটা । আমাব স্বী কাল

একালের ছেলে ।

রাত্রে অনেক ভাণ্ডা করে' বললেন যে, তুলসীর কোন বন্ধর এক বোন আছে, খুব সুন্দরী। আর এ দিকে বেশ কাজেরও আছে। তুলসী তাকে দেবে—ওর খুব পছন্দ। মেয়ের বাপ নেই যদিও, কিন্তু মেয়ের মায়ের চাতে পরসা আছে—হাজার তিনেক দেবে—

বাম—বাঃ বাঃ,—এ তো বেশ সম্বন্ধ—লাগিয়ে দাও, লাগিয়ে দাও, শুভস্ব শীঘ্রঃ ।

শিব—ওই তো তোমাদের দোষ! অর্ধেক শুনেই লাগিয়ে উঠলে, কথাটা আগে শেষ করতে দাও। তোমাদের কাছে এ সম্বন্ধ বেশ হতে পারে, কিন্তু আমি এতে অমত করেছি—কেন জান? এ সম্বন্ধ ছেলে নিজেকে এনেছিল বলে! আমি রইলুম পড়ে—আর অভাগীর বেটা আগে থেকে মেয়ে দেখে এল—পছন্দ হ'ল। আমি যেন পাড়ার রেমো, গ্রেমো, বহু—খুড়ো—আগে থাকতে সব ঠিক করে' আমাকে বলে ধন্য রক্ষা করেছেন। আমি একেবারে উড়িয়ে দিয়েছি—বলে দিয়েছি “ওখানে হ'বে না - ও সম্বন্ধ আমি জানি, ওখানে বিশেষ বাধা আছে।”

রাম—সম্বন্ধ কোথেকে এসেছিল—এদেব বাড়ি কোথায়?

শিব—কে জানে ঝামাপুকুরে কোথায় বাড়ি—মেয়ের বাপের নাম কালী চরণ বসু না কি। তারপর বুঝলে না আসল কথা—ওর মধ্যে ‘লভ’ আছে। আর ‘লভ’-করা মেয়ে—বাবা তার বোঝা বইবে কে? তবে বাবাজীর আমার ‘লভ টভ’ সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছ; মাস খানেকের মধ্যেই একটা ভাল মেয়ে দেখে বাবাজীর বিবাহ-ক্রিয়া শেষ করে ফেলব।

নাট-মন্দির ।

বাম—দেখ বিয়েটা ত তুমি কবচ না, তোমাব ছেলেই কববে ।
অতএব তার পছন্দমত দিলেই ভাল হ'ত নাকি ?

(উত্তেজিত ভাবে সিদ্ধেশ্বর বাবু প্রবেশ)

উভয়ে —(সমস্বরে) আসুন, আসুন, সিদ্ধেশ্বর বাবু আসুন ।

বাম - ওকি, আপনি এত হাঁপাচ্ছেন কেন, ছুটে এলেন নাকি ?

শিব আপনাকে কি ষাঁড়ে টাড়ে তাড়া করেছিল নাকি ?

সিদ্ধেশ্বর —না, তাব চেয়ে কিছু বেশী ভয়ানক । দাড়াও,
বলছি ।

শিব—তবু ভাল—কাকব সঙ্গে ঝগড়া বাধালেন বুঝি ?

সিদ্ধেশ্বর—না, দিন দিন হচ্ছে কি ? আব কিছু দিন পরে যে
আমাদের কি অবস্থা হবে কল্পনাও কবতে পারিনা ।

শিব - আহা গৌবর্জ্যিকা ছেড়ে আসল কথাটাঠ বলুন না ।

সিদ্ধেশ্বর - সেহ কথা বলব বলেই ত এসেছি । তোমরা সবাই
পবাক্ষ দাও—কি কবা যায় ? এ অবনতির গতি বোধ কবতে না
পাবলে দেশ যে একেবারে জাহান্নমে যাবে ।

বাম—(গম্ভীর ভাবে) নিশ্চয়ই ।

সিদ্ধেশ্বর—জাননা পাড়ায় কি ব্যাপার ঘটছে ?

শিব—আপনি না বললে আব জানব ।ক করে ?

সিদ্ধেশ্বর—কি আশ্চর্য—অনজন্মেও বাড়িৰ পাশেৰ খবত
বাখ না ? তবে শোন বাল—রাবণেশ্বরের ছেলে হরিহর কি ভয়ানক
কাণ্ডটা করেছে জাননা ? (রাম বাবু শিরশ্চালন করিয়া জানাঠলেন
যে তিনি জানেন না ।)

একালের ছেলে ।

শিব—হবিহব কি করলে তা আমবা কি কবে জানব ।

সিন্ধেখব—আরে সে যে নাপাক ফাঁকি দিয়ে বড় মানুষের হয়ে
বিয়ে কবে ঘবজামাই হয়ে গেল ।

বাগ (গম্ভীরভাবে) বাস্তবিক, এত ভয়ানক কথা ।

সিন্ধেখব—দেখ, প্রথমত বাপের মত গুরুজনের কথা ঠেললে—
তাব ওপব নিজেদের কল ভেঙ্গে নীচ হবে বিয়ে কবলে অর্থাৎ কিনা
সমাজকে ঠেললে । এই শুনে আমি তাব সঙ্গে দেখা কবাত
গিছলাম । তাকে ছ এক কথা বোঝাতে না বোঝাতেই সে আমাকে
কি বললে জান ? “আমাব যা হচ্ছা আমি কবোঁছ, আপনাকে
কৈদিয়ত দিতে বাজী নত ।” তাব একবাব—যাকে হাত দেখলুম
গাব মখে এই কথা ।

শিব দেখুন এ তা বলে আপনাব একটু বাডাবাড়ি । সে
নিজেব বাপকে মানলে না, সে আপনাকে মানবে কেন ? আব সে
বিয়েরে তাব যে বিশেষ দোস আছে তা মনে হয় না । ওখানে
যে হবিহব বিয়ে কবলে, এখন আব ওব ভাবমাত্রেব ভাবন
ভাবতে হবে না । এক রকম সুখিনা মখা আসাছল হখন
ওগায়ে কবা ওব বাপেবই উচিত হয়ান ।

সিন্ধেখব—কি বলছে শিব । এ আমাব বাডাবাড়ি সে
ছোকনাব নয় ? দেশেব কত অধঃপতন হয়েচ তা বুঝুছনা ।

বাগ—নিশ্চয়ই—আপনাব কথা শুনে বঝছি দেশেব যাথ্যই
অধঃপতন ঘটেছে । যাক—এবিষয় আপনাব শব্দবাবুব সঙ্গে ততক্ষণ
আলোচনা কবন—আমি চায়ের চেষ্টাটা দোং । শিবদা, অবহেলা

নাট-মন্দির ।

করবেন না, একটু মনোযোগ সহকারে সিন্ধেশ্বর বাবুর অভিযোগটা শুনুন ।

। রামবাবুর হাসি মখে প্রশ্নান, শিববাবু তাঁহার দিকে রাগত দৃষ্টিতে চাছিলেন—সিন্ধেশ্বর বাবু গালে হাত দিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রছিলেন ।।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

স্থান—হোটেল । কাল—সন্ধ্যা । রমেশ ও অজ্ঞাত পাঁচ ছয়টি
ছেলে উপবিষ্ট । মজলিস বেশ সবগরম ।)

সুবেন—বাস্তবিক বিজয়, তোব গান অনেক দিন শুনিনি
একটা গান গা'না ।

বিজয় গাইব ? আচ্ছা—একটা নতুন গান তোদেব শুনিয়ে
দি ।

সু—সব চুপ । এহ শব্দ, চুপ কবনা, বিজয় গাইছে ।

বিজয় (মিনিট দুই সুব ভাঁজিয়া)—“একটা এঁড়ে গক দুধ
দেয় দশ সেব—এক-টানে । একটা এঁড়ে গক—”

শব্দ এমন এঁড়ে গাই—পাওয়া যায় বল ভাই, কোন্ খানে—
এমন এঁড়ে গাই ।

সকলে (সুবেন ভিন্ন)—বাহবা শব্দ, বাহবা ।

বিজয়—(ইসাবা করিয়া) দেখ'ছিস্, সুবেন গানটা শুনে একে-
বারে তন্ময় হ'য়ে গেছে ।

সুবেন—না—তোব তো এই দোষ—সব সময়েই ছাবলা'ম ।
এমন বৈশাখমাসেব সন্ধ্যা, কিব্ কিব্ ক'রে হাওয়া দিচ্ছে চাঁদ
উঠি, উঠি কবছে—

নাট-মন্দির ।

বিজয়—(বাধা দিয়া) আহা, সে যদি গো শুধু আসিত, আহা
সে যদি গো শুধু আসিত ।

(স্তবেন নীবে উঠিয়া পায়চাৰি কবিত্তে লাগিল ।)

হৰিশ—আঃ বিজয় ! কেন তুই স্তবেনেৰ মন খাপ কৰে
দিস ? একেই তো ওৱ—

স্তৱেন—তোমৰা কি আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বল ?

সকলে—আবে, কি আশ্চৰ্য্য । অত চট কেন ? বস বস ।

(তাহাকে হাত ধৰিয়া টানিয়া বসাইল ।)

বিজয়—কিহে বমেশ—আজ তুমি এত গম্ভীৰ যে ? কথাবাত্তা
কইছ না । ব্যাপাৰটা কি ?

বমেশ দুব ঘোড়াৰ ডিম—ভাল লাগে না । বাবাকে এও কৰে
বললুম ল' পডব না, কিন্তু তিনি কিছুতেই গুনলেন না । কালহ
ল' ক্লাশে ভৰ্ত্তি হ'তে হ'বে ।

বিজয়—বাস্তৱিক এ এক অত্যাচাৰ । “Prevention of
cruelty towards animals Actটী” আজকালকাৰ guardian
দেব উপৰ প্ৰয়োগ কৰা উচিত ।

নিতাই—Guardianদেব অত্যাচাৰ তাৰ চেয়ে কিছু বেশী ।
শৰীৰেৰ উপৰ অত্যাচাৰ তবু সহ কৰা যায় । কিন্তু দিনেৰ পৰ দিন
মনেৰ উপৰ অত্যাচাৰ । এ একেবাৰে অসহ্য ।

বমেশ—না, না,এ তোমাৰ extremesএ যাচ্ছ । এই যে আমাৰ
বাবা, জোৰ কৰে আমাকে ল' ক্লাশে ভৰ্ত্তি কৰেছেন বটে, কিন্তু সে
জোৰ কি বকম জান ? এই যা'কে বলে mild insistence- বাবা

একালের ছেলে ।

আমার সঙ্গে কি বকম ব্যবহার করেন, শুনবে ? ছেলেদেব নাশ্র নেওয়া, সিগারেট খাওয়া—এ সব তান পছন্দ করেন না । আমি তাঁকে লুকিয়েই নশ্র নিতুম । একদিন ভুলে নশ্রের শিশিটা পড়বার টেবিলে ফেলে গোর্ছি । বাবা ঘবে এসে সেটা দেখে সারিয়ে বেখেছেন । সন্ধ্যার পব দিবে যখন দেখলুম যে শিশিটা নেহ, তখনহ বুকলুম ব্যাপার সঙ্গীন । তাব পব দিন সকালে উঠেই শুন বাবা ডেকে পাঠিয়েছেন । বক ধুক ধুক কবতে কবতে, সামনে গিয়ে দাঁডালুম, দোণ একটি খুব ভাল মোষেব শিংয়েব কোটায় নশ্র ভবে আশ্র দিতে এলেন । আমি বললুম এ কেন ? তিনি বললেন আমার ছেলে হ'য়ে ওবকম একটা কদয়া শিশিতে নশ্র নাও, লোকে বক বলবে আজ থেকে এই কোটাটা ব্যবহার কব । লজ্জায় ঘেব্‌ডে গিয়ে বলে দেললুম আজ থেকে নশ্র নেওয়া ছেড়ে দেব । আমার ক্ষমা ককন ।

ভাল—তবে যে তুই এখনি বিজ্ঞয়েব কাছ থেকে নশ্র নিাল ?

বমেশ—নিজের পরসায় নেওয়া ছেড়ে দিয়েছি । পবের কাছ থেকে মারে মাঝে হ এক টিপ্‌নিহ ।

বিজয়—তুই যেমন বোকা । আমি হ'লে তো কোটাটা নিয়ে ট্যাক্সট কবতুম । অমন appreciative guardian কি সহজে মেলে ?

সুবেন—আমার বাবা একদম strict Puritan, কিন্তু নিজের বেলা ছাড়া । নিজের এই পক্ষাশ বৎসব বয়সেও থিয়েটারে দেখেন । কিন্তু, আমাদের উপব কড়া হুকুম “থিয়েটারে যেয়োনা”—সোঁদিন একটু গুণগুণ ববে কখন গান গেয়েছি, শুনতে পেয়েছেন । মাকে

নাট-মন্দির ।

বলেছেন “তোমার ছেলেকে বোলে। যে এটা গেরস্থব বাড়া, থয়েটাব নয়। যা’ তা’ গান এখন এখন গাওয়া এখানে চলবে না।”

নিভাঙ্ক- বাস্তবিক । এহটাক সব চেয়ে ‘unnoxious’ বলে
তা যদি নিজেবা কবেন, তা হলে শেষে কিছু বলবাব থাকে না।
কিন্তু “আপনি কবলে নীলখেলা, পাপ হিথলে পাবে বোলা” এ সঙ্ক
হব না। কাবা আমার ভাল মানুষ, কিছুতেই এড একটা কথা
বন না। কিন্তু কপাল গুণে যে ভ্যাঠামশাই ছুটেছেন, তিনি
একটি একশ’। একদিন শুনি বাহবে খুব মজলিস বসেছে, আব
ভ্যাঠামশাই খুব লোকচাব দিচ্ছেন। সে লোকচাবের মোদা
কথাটা এই যে, একাল সকালেই চেয়ে খুব খাবাপ। এখনকার
ছেলেবা বেশী মিথ্যাবাদী, জোচ্চাব, চাঁবজহীন। তাব নানা
বকম কল্পিত উদাহরণও চলল। ওমা—তা ১৩ন দিন পবে আমাকে
ডেকে বললেন “তোকে একটা মকদ্দমায় সাক্ষী দিতে হবে।”
আমি সে ব্যাপাবের বিন্দু বিসর্গও জানি না এবং সাক্ষী দিব কবে
বাবা ? সে কথা বলাভে বললেন, “আবে বাপু ছটো কথামাত্র
মুখস্ত কবে যাবি আব বেড়ে দিয়ে চলে আসবি। একু আমার বড়
বিপদে পড়েছে। এব কাছ থেকে আমি অনেক উপকাব পেয়েছি এবং
ভবিষ্যতেও পাবাব আশা বাধি, অতএব তোকে এই সাক্ষী দিতেই
হবে।” আদ্যব দেখেছ একবার। আমি সাফ বলে দিলুম মিথ্যা-
কথা বলা আমার দ্বাবা হবে না। এই কথা শুনে তার কী রাগ
আমাকে শুধু মাঝতে বাকী বাখলেন। আর পাড়ার লোককে

একালের ছেলে ।

বলে বেড়ালেন “আজকালকার ছেলে গুরুজনদের সামান্য একটা কপাও বাখে না ।”

হরিশ—বাস্তবিক ‘আজকালকার ছেলে’ যেন একটা গালাগাল হয়ে দাঁড়িয়েছে । কিন্তু সত্যি ভেবে দেখতে গেলে আমবা খারাপ, কি ওরা খারাপ, সেটা বোঝা শক্ত ।

বিজয়—হাঁ ভাল কথা—হরিশ । তুলসীর কাছ থেকে কোন খবর পেয়েছিস ? ব্যাপাঘাটা কতদূর এগোল ।

বমেশ—ও তোব বোনব সঙ্গে তুলসীর বিয়েব কথা হ’য়েছে বনি । সে গুড়ে বালি ।

হরিশ—কি বকম ?

বমেশ—আজ যখন বেঁবিয়ে আসি তখন তুলসীর বাবা আমাদের বৈঠকখানায় বাবাব সঙ্গে কথা কইছিলেন । তুলসীর নাম হওয়াতে আমি আড়ি পেতে সব গুন্তে চেষ্টা করলাম । যতটুকু গুন্তে পেলাম তাতে বোঝা গেল যে তুলসীর কোন বন্ধব বোনকে তুলসী’ বিয়ে কবতে চায়, কিন্তু উনি তাতে নারাজ ।

(তুলসীর প্রবেশ)

হরিশ—কিরে তুলসী খবর কি !

বমেশ—আর খবর ! ওর ফ্যাকাশে শুকনো মুখ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে খবর কি ?

তুলসী—(করুণ স্বরে) বাবা অমত করেছেন !

হরিশ—ঠাব অমতের কারণ কি ?

তুলসী—তাঁব মত নেই বলেই অমত । এর বেশী কথা তিন
আমাদের কখনও বলেন নি ।

হরিশ—তা হলে উপায় ?

তুলসী—উপায় ?—নিরুপায় ।

বিজয়—কিরে হরিশ ! এই তুলসী, তোরা যে একেবাবে
ভেব্‌ড়ে গেলি ?

হরিশ—ভেব্‌ড়ে না গিয়ে করি কি ? আমার বোনকে ও দেখেছে
—আমার বোন ওকে দেখেছে । মাও ওকে দেখেছেন, ঠুঁদের সঙ্গে
কথা এক রকম ঠিক্‌ঠাক্‌, ব্যাপারটা যখন এতদূর এগিয়েছে, তখন—

বিজয়—তখন আর একটু এগিয়ে নিয়ে গেলেই ছাঁদনা-তলা
পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে ।

হরিশ—না, না, ঠাট্টা নয় । দেখলে তুলসী, তখনই আমি
বলেছিলাম যে, বুঝে স্নেহে দেখা-শোনা কর, মাব সঙ্গে কথাবার্তা
কও । তুমি আমাকে assurance দিলে যে, তোমাব বাবার মত
এক কথায় আদায় করে' দেবে ।

তুলসী—বাস্তবিক আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, বাবার এতে
অমত হ'বে । বাবা আমার টাকা ভালবাসেন । অমন সুন্দরী মেয়ের
উপর তোমরা যখন টাকা দেবে, তখন জা'তেও তিনি অমত করবেন
—এ আমার মনে হয়নি ।

সুরেন—দাদা—Things are not what they seem.

বিজয়—হাঁরে রমেশ, তুই তো সব শুনেছিস্ । অমতের কারণটা
কি, তুলসীর বাবা তোর বাপকে কিছু বলেছেন ?

একালের ছেলে ।

তুলসী—তোর বাবাকে এই কথা বলেছেন বুঝি ?

রমেশ—হাঁ, এত ঘণ্টা থানেক আগে ! আমি তো সব পরিষ্কার শুন্তে পাঠি নি । তবে কাণে গেল যেন—আগে থেকে ঠুকে না বলে কয়ে নিজে সব ঠিক করেছে বলে উনি চটে গেছেন । তবে শেষকালে বললেন—এ কথাটা স্পষ্ট শুনতে পেরেছি—“আমি বাবাজীর আমার ‘লভ’ ‘টভ’ সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি । মাস থানেকের মধ্যেই একটা সম্বন্ধ নিজে দেখে বাবাজীর বিবাহ ক্রিয়া শেষ করব ।

তুলসী—(রাগতভাবে) হাঁ—বাবাজী তো বিয়ে করলে যেখানে সেখানে ! বাবাজীকে ঘাস জল দেওয়া গরু পেয়েছেন কি না !”

হরিশ—আরে যা, যা ! তুই যাঁড়েরও বেহুদ । যাঁড়কে যেখানে সেখানে নিয়ে যেতে গেলে সে শুধু একবার শিংও নাড়ে—তোর সে মুরদও নেই !

বিজয়—ওর শিং থাকলে তো নাড়বে । এখন ঝগড়া রাখ । একটা মতলব বার কর । তুলসীর বিয়ে ওখানেই দিতে হ’বে ।

হরিশ ও তুলসী—(সমস্বরে) সে কি করে হয় ?

বিজয়—আরে সেই মতলবই তো বার করতে বলছি । Twentieth Centuryতে একজন বড়ো অকারণ ঘাড় নেড়ে দেবে, আর দশ বিশটা আজকালকার ছেলে সেই ঘাড় নাড়ার ভরে পিঁছিয়ে যাবে ? This is a downright insult to our race !

তুলসী—কি মতলব করবে ?

বিজয়—ব্যস্ত হইয়োনা দাদা, ব্যস্ত হ’য়োনা । মগজের গোড়ায়

নাট-মন্দির ।

ব দ্বব বোঁয়া বেশ করে লাগালে তবে না মতলব বাব হয় । দাড়াও, একটপ নস্তি নিই । (নস্ত গ্রহণাস্তব) আচ্ছা, তুই হরিশেব বাবাব নাম, বাড়িব ঠিকানা, সব বলেছিস ?

তুলসী - হাঁ—

বজয়—আগে থেকে নাম ঠিকানা সব বলতে আছে ? তুই একবারে law । যাক্, কি বাংলাছস তুই ঠিক কবে বলাব একটু এদিক ওদিক করাব না, এব ওপবহ সব নিশ্চয় করছে ।

তুলসা—আমি বলেছিলাম পাত্রীব বাপেব নাম কালীচরণ বস্ত্র, বাড়ি ঝামাপুৰ ।

বজয়—(চোখ বুজিয়া স্বগ) কালীচরণ বস্ত্র, কালীচরণ বস্ত্র, —ঝামাপুৰ, ঝামাপুৰ ।

ভাবণ—বজয় । তোব সব তাতত ইয়ারকি ।

বজয়—চুপ চুপ—হাঁবে হরিশ, এহ কলকাতায় তোব মামার বাড় আছে না ? সেখান থেকে বিয়ে হাত পারে না ?

হবিষ—কেন হবেনা ? বব যদি সে পর্য্যন্ত পৌছতে পারে, গো নিশ্চয়ই হবে ।

বজয়—তবে আর কি ? Eureka । Eureka । হরিশ শোন, আজই তোব বোনকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দে । কালই, আমি তুলসীব বাপেব কাছে যাব ঘটক সেজে ।

তুলসী—কিন্তু আমি যে হবিষের বাপেব নাম বলে ফেলেছি ।

বজয়—বাই ধৈর্য্য, রাই ধৈর্য্য—শেষ পয্যন্ত শোন । আমি ওই নামটার আর একটা synonym দিতে চাই । আছে, কালী

একালের ছেলে ।

চরণ, আমি কণ্ঠে চাই তারাপদ । হরিণ, বাবা Morality
কলিরো না ! একটু ভেবে চিন্তে দেখ এতে সাপও মরবে অথচ
লাঠিও ভাঙবে না—কোন মারাত্মক দোষ নেই । আর যদি কোন
দোষ হবে মনে কর তা’হলে সম্প্রদানের সময়ে খুব জোরে “কালী
চরণ বহুস্ত কত্যা” বলে দোষটা শুধরে নিয়ো ।

হরিণ—এ planটা নিতান্ত মন্দ নয় “চুরী বিত্তে বড় বিত্তে যদি
না পড়ে ধরা” ।

বিজয়—সে ভার সম্পূর্ণ আমার । এখন তোর মামারা objec-
tion না করলেই হয় ।

হরিণ—সে বিষয়ে নিশ্চিত থাক । সে ভার আমি নিলুম ।
মামারা আমার রসজ্ঞ লোক ।

বিজয়—তাহলে তোর বোনের সঙ্গে তুলসীর বিয়ে আমি
লাগাবই লাগাব ।

তুলসী—কিন্তু আমার ভাট, ভয় ভয় করছে ।

বিজয়—Coward ! মনে থাকে যেন None but the brave
deserve the fair.

তুলসী—আচ্ছা বিজয় তুই লাগা—রাজী আছি ।

সকলে (সমন্বয়ে) Three cheers for the would-be
pair , three cheers for Bejoy-

বিজয়—শোন আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে । মন্ত্রগুপ্তি
চাই—নইলে কার্য সিদ্ধি হ’বে না । আমাদের আজকের এই
বক্তব্য যেন আর কারও কাণে না উঠে । মনে থাকে যেন এটা

নাট-মন্দির ।

হচ্ছে—A tug of war between the old generation and the new. এর হারজিভের উপর আমাদের Prestige সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে ।

সকলে (সমস্বরে Amen ! Amen !

পটক্ষেপণ

তৃতীয় অঙ্ক

(বাল সন্ধ্যা— শিববাম বাবুর বৈঠকখানা । শিববাবু ও বিজয় আসীন ।)

বিজয়—মেয়ে কি বকম দেখলেন ?

শিব চমৎকার মেয়ে—বৌ কববাব মত মেয়ে বটে । ওদ

কি জান—

বিজয়—দক্ষিণাটা কিছু কম মনে হচ্ছে ?

শিব—হ্যাঁ, মোটে দুহাজার টাকা । এই দু'চাব দিন আগে বাবাজীব একটি সম্বন্ধ এসেছিল, খুব সুন্দরী মেয়ে—তিন হাজার টাকা দিতে চায় ।

বিজয় তবে সেখানে হ'লনা যে ?

শিব—এঁ্যা—সেখানে ? সেখানে আমার মত হ'ল না ।

বিজয়—আপনার মত হ'ল না কেন, তাইতো জিজ্ঞাসা করছি ।

শিব—না, আমার যে বিশেষ অমত ছিল তা'নয়,—সেখানে—
আমার ছেলেবই মত হ'ল না । মেয়েটি কিছু লেখাপড়া জানে না ।
আজকালকাল ছেলে—বুঝলে না, একটু শিক্ষিতা মেয়ে চায় ।

বিজয়—কিন্তু এ মেয়েটি বিশেষ শিক্ষিতা ।

শিব (বাগিয়া উঠিয়া) আবে শিক্ষা নিয়ে কি ধুয়ে খাব ?

বিশেষ শিক্ষিতা হ'য়ে তিনি আমাব কি করবেন ? চাকরী করে' আমাকে টাকা রোজ্গার করে এনে দেবেন কি ?

বিজয়—না, আপনিই বল্লেন কিনা যে শিক্ষিতা মেয়ে চাই ।

শিব—আরে আমি কি আব সাথে বলি ? অভাগী বটে আমাকে যে ঘাড় ধ'রে বলায় । আজকালকার বাপ হওয়া কি ঝক্‌ঝকি !

বিজয়—আজ্ঞে, সে যা' বলেছেন ! এট ঘটকালি করতে গিয়ে আপনাদের আলীকর্মে ঘুরতে তো কিছু কম হয় না । কিন্তু যেখানেই ঘাই, ওঠ এক কণা—বাপ ছেলের ভয়ে জুজু হ'য়ে আছে !

শিব—আমাকে তা' বলে তেমন ভাদা বাপ পাওনি । জিজ্ঞাসা কবে দেখতে পার—আমার ভয়েই বরং ছেলে আমার সজ্জন্ত । তবে কি জান ? উপযুক্ত ছেলে, মাঝে মাঝে তা'কে একটু খুসী করা উচিত । ঐ যে চাণক্য বলেছেন না ?

বিজয়—হাঁ, হাঁ,—“স্ত্রী রত্নং দুহিতাদাপি”

শিব—(সহাস্তে) না, না,—ও ঠিক হ'ল না ! তুমি ঘটক ঠাকুর কিনা, রাত দিনই “স্ত্রী রত্নং” এর কথা মনে পড়ে । দাঁড়াও দাঁড়াও সেট প্রোকটা বলছি—

বিজয়—মনে পড়েছে, মনে পড়েছে—“প্রাপ্তে তু বোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরৎ ।”

শিব—ঠিক, ঠিক—যাক্, এখন আসল কথা হোক । টাকাটা আর কিছু বাড়তে পার না ?

বিজয়—দেখুন এ সম্বন্ধটার আর কিছু বাড়ান শক্ত । তার কারণ

একালের ছেলে ।

কি জামেন ? এট মেরেটির আর একটি সম্বন্ধ এসেছে—এম-এ, বি-এল, ছেলে, কলিকাতার বাড়ি ঘর সব আছে—সে দেড় হাজার টাকার কবতে রাজী । আমার সঙ্গে মেরের মামাদের অনেক দিনের জানাশোনা, আমি তা’দের বুঝিয়েছি যে আপনার মত সম্মান বিরল, এখানে মেরে পড়লে তার বিশেষ আদর যত্ন হ’বে । সেই জন্তে তারা দু হাজারেও এখানে দিতে রাজী । তবে আপনার যদি তা’তে না পোষায় তো আপনি ছেলে ছাড়বেন কেন ? আপনার তো ছেলে—তাড়াতাড়ি কি ? আপনি দুদিন সবুর করুন, আমি চার পাঁচ হাজারের সম্বন্ধ এনে দেব । তবে মেরে একটু বেশী কাল হবে ।

শিব—না, না, আমি কাল মেরে আনব না । ঐ আমার একটি ছেলে—বৌ ভাল করতে হবে । আর বেশী দেরী করলেও চলবে না—কাজটা আমি একটু তাড়াতাড়ি সারতে চাই ।

বিজয়—কেন বলুন দেখি ?

শিব—এই “শুভম্ম শীত্ৰং”—বুঝলে না ?

বিজয়—আপনার ছেলেকেও একবার মেরেটি দেখাবেন কি ?

শিব—কেন, কি জন্তে ? তার মতে তো আমার মত নয়, আমার মতেই তার মত ।

বিজয়—আপনার মত তো হয়েই গেছে সে মত তো আর বদলাবে না । এর উপর তাকে একবার দেখিয়ে দিতেন—সে দেখাটা ফাউন্ডের সামিল আর কি ?

শিব—না, না ওসব ফ্যাক্‌ড়া আর তুলো না । দেখ, তবে

তোমাকে সত্যি কথাটা বলি। তুমি ছেলেমানুষ হলে কি হয়, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে তুমি খুব বৃদ্ধার লোক। কিছুদিন আগে বাবাজীর যে সঙ্কট এসেছিল, সেটি 'লভে'র সঙ্কট।

বিজয়—'লভে'র সঙ্কট কি রকম ?

শিব—বুঝলে না ? এঃ, তুমি নিতান্ত অর্কাচীন দেখছি ! বাবাজী আমার আগে থেকে 'লভে' পড়ে নিজেই সে সঙ্কট এনেছিলেন। আমি তাতে অমত করি। তাই তাড়াতাড়ি আর একটি সেরানা মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে বাবাজীর আমার 'লভ' 'টভ' সব ঠাণ্ডা করে দিতে চাই। এখন কোন মেয়ে দেখালে বাবাজীর কি আর পছন্দ হবে ? এখন আগে বিয়ে, তারপর 'লভ', তারপর পছন্দ, বুঝলে না ? হাঃ হাঃ।

বিজয়—না মশাই আপনি আমার একটু ভয় পাটয়ে দিলেন।

শিব—কেন বল দেখি ?

বিজয়—আপনাকে আগেই তো বলেছি যে, মেয়ের মামাদের সঙ্গে আমার অনেক দিনের জ্ঞানাতোষ। আমার বিশেষ অনুরোধেই তাঁরা এখানে মেয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু যে রকম শুনলুম—আজকালকার ছেলে—কি জ্ঞানি, শেষে যদি কেলেঙ্কারি !

শিব—আরে ক্ষেপেছ ষটক ঠাকুর, এট শিবরাম ঘোষ বেঁচে থাকতে তুলসীর ঘাড়ের ততো মাথা হবে জীকে অবস্থ করতে ?

বিজয়—মাফ্ করবেন—বিছু বাদ মনে না করেন, এট আপনি তো আর চিবকাল বাঁচবেন না !

শিব—তা বাঁচবার দরকারও হবে না। আজকালকার ছেলের

একালের ছেলে ।

‘লভ,’ ও একটা বাতিক, ভালুকের জর আর কি ! এই হল এই ছাড়ল । বিষের সাতদিন পরেই দেখিয়ে দেব যে, এই নতুন বোমার টানে ছেলে আমার কি রকম কাতর !

বিজয়—দেখুন, এক আপনি যদি কথা দেন যে, আপনাব বোমার কোন রকম অযত্ন হ’বে না, তা হলেই আমি সাহস করতে পারি ! না হলে—

শিব—এই আমি তোমাকে গুরুর দিব্যি করে বলছি যে তাঁর কোন রকম অযত্ন এখানে হবে না, হ’বে না, হ’বে না ! দেখ, মেয়েটি বড় লক্ষণাপন্ন ! তিনি হবেন আমার ঘরের লক্ষ্মী, তাঁর অবত্ন হবে ?

বিজয়—তা হলে আমি কথা পাকাপাকি করতে পারি ?

শিব—নিশ্চয়, নিশ্চয় । তবে যত শীঘ্র কাজ মিটে যায় তাব চেষ্টা কোরো ।

বিজয়—হাঁ তা আমি করব । তবে আপনি ও বিষয় মনে রাখবেন, মেয়েটির যাতে—

শিব—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক ।

বিজয়—আচ্ছা, তা হলে আমি এখন আসি ! (কীকৎ গিন্না পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া) কাজটা মিটে গেলে কিন্তু আমার বিষয়টা—

শিব—(সহাস্তে) সে কথা আমাকে আর বলতে হ’বে না ।

পটক্ষেপণ

চতুর্থ অঙ্ক

১ কাল—বারি। সুসজ্জিত বৈঠকখানা—বরবেশী তুলসী মধ্যস্থলে

ও তাহাকে ঘেরিয়া তাহাব বন্ধুগণ উপবিষ্ট। লোকজন

খাওয়া আসা কবিত্তেছে, সকলের মুখেই ব্যস্ততার চিহ্ন।

মাঝে মাঝে দু একটি বালকবালিকাব মুখ বরকে

দেখিবার ভক্ত উঁকি দিতেছে। পান,

তামাক, সিগারেট, সববৎ, অল্প

বিতরিত হইতেছে।)

সুবেন—তুলসী কি রকম Royal Styleএ বসে আছে দেখছি?

রমেশ—কেন থাকবে না? বাঙ্গালীই ছেলে তো একদিনের জন্তই রাজা!

শঙ্কু—তা' বা' বলেছি। এই এক রান্ধিরের জন্তই বাঙ্গালীর ছেলে হচ্ছেন রাজা, আর মেয়ে হ'চ্ছেন রাণী। তা'র পরদিন থেকে একজন হ'ন কেরানী, আর একজন হ'ন ঘুঁটেকুড়ুনী দাসী।

সুরেন—এই শুনিছি,— ভবিষ্যৎ বিয়ে করে' ঘর জামাই হ'য়ে গেছে? রাম, রাম; হরিহর শেষে এই কাণ্ডটা করলে।

রমেশ—সে কি খারাপ কাজটা করেছে? সে ভদ্রলোকের টাকা ছিল—কিন্তু ব্যবহার করবার লোক ছিল না, হরিহর সেট অর্থের সদ্যবহার করবার ভার নিয়েছে বইতো নয়।

(বিজয়ের প্রবেশ)

শম্ভু—ওরে বিজয়—বি—

বমেশ—উহঁ হঁ—ঘটক ঠাকুর, বলি ও ঘটক ঠাকুর, খবর কি ?

বিজয়—আপনি একবার এদিকে আসবেন ?

বমেশ—কি খবর ?

বিজয়—(চাপাগলায়) এই—তোর বাবাকে একবার ডেকে দে ।

বিশেষ দরকার ।

সুরেন—ঘটক ঠাকুর, আমাদের হাতে আর একটি ভাল ছেলে আছে, তার জন্তে এই রকম আর একটি সম্বন্ধ দেখে শুনে দাও না ।

বিজয়—বাস্তব হ'বেন না আপনাবা, তাঁর ফুল ফুটলেই হ'বে ।

(বমেশের সহিত রামলোচন বাবুর প্রবেশ । রমেশের বন্ধুগণের সাহত যোগদান ও রামবাবুকে লইয়া বিজয়ের একান্তে গমন)

শম্ভু—কিরে, ঘটকঠাকুর তোৎ বাবার সঙ্গে আবার কি পরামর্শ করছে ? তোরাও আবার লাগল নাকি ?

বমেশ—বিশ্বাস নেই, হ'তেও পারে ।

সুরেন—বাস্তবিক, আজকাল কেরানীগিরি ছেড়ে ঘটকালি কবতে পারলে লাভ আছে । টাকা তো লাভ হয়ই, উপরন্তু অনেক কিছু দ্রষ্টব্য জিনিষও দেখতে পাওয়া যায় ।

রমেশ—কিন্তু মাঝে মাঝে গিঠে লাঠি পড়বার সম্ভাবনাটাও থাকে ।

সুরেন—পেটে খেলে পিঠে সর ।

(বিজয় ও রামবাবু সম্মুখে আসিয়া)

বিজয়—আচ্ছা, সম্প্রদানের সময় তো নিকট হ'য়ে এল। আমি তাহলে এখন আসি। আপনার উপরই সব ভার বটল।

রাম—এর মধ্যেই যাবেন ! দাঁড়ান না।

(শিববাবুর প্রবেশ)

শিব—কিহে রাম, ঘটকঠাকুরের সঙ্গে এক কোণে কি পবামশ হচ্ছে ?

রাম—(অপ্রতিভ ভাবে) এই—রমেশেরও একটা এই বকম সম্বন্ধ ঘটকঠাকুরকে দেখে দিতে বলাছি। তুমি তা' বলে খুব জিতে গেলে কিন্তু।

শিব—না, জিতিনি বিশেষ, তবে ঠারিনি বটে ; কি বল ঘটক-ঠাকুর ?

বিজয়—হাঁ, তা' নিশ্চয়ই। আচ্ছা তা হ'লে আসি এখন রামবাবু ? দয়া রাখবেন কিন্তু আমার উপর।

(প্রস্থান)

শিব—ছেলেটি বড় সজ্জন। অল্প বয়স হ'লে কি হয়, বিশেষ বুদ্ধিমান। একালে এই সব ভাল হয়েছে। এই বকম সম্বন্ধের ছেলে বটকামি করছে, কোন গোলমাল হয় না ! এই নিয়ে, এক কথায় চলে গেল। আর আমাদের সময় বত ব্যাটা ঘটক ছিল মিথ্যাবাদী জোচ্চোর। লাখ কথা খরচ না করলে বিয়ে হ'তনা।

রাম—তবু ভাল, তুমি এ কালের কিছু ভাল দেখতে পেরেছ !

একালের ছেলে ।

শিব—সে কি কথা ? যেটা ভাল, সেটা ভাল বলব না ।
আমি তেমন মাথা-মোটা লোক নই ।

(একজন কত্মাকর্তার প্রবেশ)

কত্মাকর্তা—(শিববাবুর নিকটে আসিয়া)—একবার অনুমতি
দিন—সময় হ'ল - বর তা'হলে গা তুলুন ।

শিব ও রাম—(সমস্বরে) নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে কি কথা !

কত্মাকর্তা—(বরকে তুলিয়া লইয়া বরষাত্রিগণের প্রীতি)
অপনানাও উঠুন, ঠাই হ'য়েছে, খাবার তৈরী !

একজন বরষাত্র—এঃ—ঠিক এক সময়ে ? মাটি করলে !
স্ট্রী আচারটা দেখতে দিলে না যে হে ! বরষাত্র আসাটাই বৃথা
হ'ল । (বরকে লইয়া কত্মাকর্তার প্রস্থান । সঙ্গে সঙ্গে শিববাবু
ও বামবাবু ভিন্ন আর সকলেরও প্রস্থান)

শিব—দেখলে একবার—গুনলে কাণ দিয়ে ওই ছোকরার
কথা ? উনি স্ট্রী-আচার দেখবার জন্তই যেন বরষাত্র এসেছিলেন !
তোমাকে সেদিন বর্লোছলুম না, যে একালে আগের চেয়ে অনেক
নৈতিক অবনতি ঘটেছে—হাতে হাতে তা'ব প্রমাণ পেলে কি না ?

রাম—না শিবদা, আমার মনে হয় তুমি একটু ভুল করছ ।
আগেকার সঙ্গে এখনকার রীতির অনেক প্রভেদ ঘটেছে । আগে
আমাদের মেয়েছেলেরা এরকম occasionএ বাইরের লোকের সামনে
বেকতে চাইতেন না । কিন্তু আজকালকার মেয়েরা সেটাকে দোষ
বলে মনে করেন না । একে পাশ্চাত্য প্রভাব বলেতে পার, কিন্তু
নৈতিক অবনতি বলা বোধ হয় ঠিক হ'বে না ।

নাট-মন্দির ।

শিব—দাদা, ওই যে বলে কিসের ছপিঠ সমান তাই । যাব নামও পাশ্চাত্য প্রভাব, তা'র নামই নৈতিক অবনতি ।

(ভিতর হইতে হলু ও শঙ্খধ্বনি)

বাম—হাঁ, ভাল কথা, তুলসী এ বিষয়ে কোন অমত করলে না ?

শিব—অমত করবে ? তুলসীর বাড়ি দ্রুত মাথা আছে যে আমার কথার উপর কথা কইবে ? দাদা, কি করে' সংসার চালাতে হয় শেখো আমার কাছে ।

বাম—না, তুমি বলোছিলে কি না যে সেট মেয়েটির সঙ্গে তুলসীব জানা শোনা হয়েছিল । তাই মনে করোঁছিলুম হয়তো বা সে অল্প সম্বন্ধে অমত করতে পারে ।

শিব—(সহাস্তে) আমি তো সেদিন ঘটক ঠাকুরকে ওই কথাই বলছিলুম যে, আজকাল ছেলের 'লড' বাতিকেয় জ্বরের মতন—হয় আবার তখনি ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায় ।

বাম—ও সব কথা ছেড়ে দাও । তবে তার direct মতটা একবার নিলে পারতে । যদি শেষে—

শিব—তোমাদের ওই এক কথা ! শিবরাম ঘোষের প্রতাপে বাথে গকতে এক ঘাটে জল থায় জান—ছেলে তো কোন্ কথা ! যে ভয়ে আগে গোলমাল করতে সাহস করলে না, সেট ভয়ে শেষেও গোলমাল করতে পারবে না । আর মতের কথা যদি বল, direct মতের চেয়ে indirect মতটা ঢের জোরের । ও মুখে কিছু না বলে এই যে ছাদনা তলার গিয়ে দাঁড়ান, এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে এ বিবাহে ওর মত আছে । কেমন না ?

একালের চেলে ।

রাম—হাঁ, তা' বটে । যাক ভাল হলোই ভাল । । তা' একবার ভিতর চটতে খোঁজ ছুঁও শঙ্করানি ।)

শিব—ওহে, স্বী-আচার বোধহয় হয়ে গেল, এইবার সম্প্রদান আরম্ভ হবে । সেখানে গিয়ে দাঁড়ান উচিত ।

রাম—নিশ্চয়, চল বাওয়া যাক ! (উভয়ের প্রস্থান ।)

(মিনিট পাঁচেক পরে উভয়ের পুনঃ প্রবেশ । শিববাবু উত্তেজিত । বামবাবু শান্ত গাভীরোব আবরণে ততোধিক রুট ।)

রাম—তোমার হঠাৎ একি হ'ল ? ওখানে থেকে টানতে টানতে আমাদের এ বকম কবে নিয়ে এলে যে ?

শিব—ব্যাপার বড় গুরুতর—কুনলে না তুমি ?

রাম—(সশঙ্কিত) কুনব আবার কি ?

শিব—বিরোধ মজ্ব কি পড়াচ্ছে ?

রাম—না, সে দিকে কাণ দিই নি ! আব কাণ দিলেও বিশেষ বুঝতে পারতুম বলে মনে হয় না । এক সময়ে নিজের এ মগ্ন পড়েছি তো, কিন্তু “অহং সম্প্রদান” ছাড়া ওর যে আব কিছু বুঝতে পেরেছিলাম বলে তো মনে হয় না ।

শিব—না, না, তামসা নয়, উঃ কি ব্যাপার ।

রাম—তোমাকেও যে সিদ্ধেশ্বর বাবুর রোগে ধরল দেখছি, গৌরচন্দ্রিকার চাপে আসল কথাটা যে মাথা পড়ছে !

শিব—এই বিরোধে আমাদের ঠকিয়েছে, মিথ্যা কথা বলেছে, মেয়ের বাপের নাম ভাঁড়িয়েছে ।

রাম—সে কি কথা ?

শিব—আমাকে বলেছিল তারাপদ বসুর কত্যা, মণিঝারায় দেশ।
সম্প্রদানে শুনি বলছে কালীচরণ বসুর কত্যা। ওই বৃদ্ধ লোকটি—
যার সঙ্গে এখনি কথা কইছিলুম হে—ওর কাছ থেকে জানলুম
যে এ সেই কালীচরণ বসু, ঝামাপুকুকের, যাব মেয়ের সঙ্গে বিয়ের
কথা তুলসী আমাকে বলেছিল।

রাম—(সবিম্বয়ে) এঁা বলকি ? যুবে ফিবে সেই খানেই
আসতে চ'ল ? একেই বলে বরাতের ফেব ! কি আশ্চর্য্য ! কিন্তু
তোমাকে ঠকালে কে ? মেয়ের মামাণা নাকি ?

শিব—না না ওদের কোন দোষ নেই, বোকারাম আমারই
হয়েছে। সেই ঘটক বেটাবড় কাবসাজী। অবশ্য ভিতরে ভিতরে
এঁদের নিশ্চয়ই টিপে দেওয়া আছে।। কিন্তু বাইরে তো তার কোন
প্রমাণ নেই। আমি মামাদের সব খোজ নিলুম। মণিঝারাব বসু
বংশের খোজ নিলুম, মেয়ে ভাল, বংশ ভাল, আর ওদিকে চাইনি।
ঘটক ব্যাটা বাপের নাম যা এলো তাই বিশ্বাস করলুম। কিন্তু
কি ভয়ানক নৈতিক অবনতি ? বাপের নাম ভাঁড়িয়ে মেয়ের
বিয়ে ?

রাম (অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া) তোমাকে মেয়ের বাপের
নাম কি বলেছিল ?

শিব—আমাকে বলেছিল তারাপদ বসু, আর আসল নাম হচ্ছে
৬ কালীচরণ বসু।

রাম—এঃ—শিবদা, তুমি পাকা লোক হয়েও এটা বুঝতে
পারলে না ? নাম ভাঁড়ালে কোথায় ? নামের মানে ঠিক রেখে

একালের ছেলে ।

কথা বদলেছে বই ত নয় । ‘কালী’কে করেছে ‘তার’ আর
‘চরণ’কে কবেছে ‘পদ’—নাঃ ঘটক ছোকরার বুদ্ধির তারিফ করতে
হবে বটে ।

শিব—ব্যাটারছেলে গেল কোথায় ? রাম, তা’কে একবার
দেখতো !

রাম—সে তো নেই । তোমার সামনেই তো তখন চলে গেল ।
তার আর এক clientএর কোথায় বিয়ে আছে সেইখানে গেল ।

শিব—ব্যাটার সব ধাপ্লাবাজী । বড্ড ভালয় ভালয় সরেছে,
নইলে এই লাঠি দিয়ে তার মাথা গুঁড়ো করে দিতাম ।

রাম—কিন্তু যাই বল, এতো শুধু ঘটকের দোষ বলে মনে হয়
না । নাম বদলাবার তার স্বার্থ কি ? এর ভিতর তুলসী আছে
নিশ্চয়ই ।

শিব—হবেও বা, ঠিক ঠিক ! তাই ব্যাটারছেলে কোন
উচ্চবাচ্য কবলে না ! শুড় শুড় করে বিয়ে করতে এল । তাইতো
বলি, আজকালকার ছেলে কোন রকম প্রতিবাদও করলে না !
ব্যাপার কি— ? উঃ কি ভয়ানক নৈতিক অবনতি ! (মাথায় হাত
দিয়া বসিয়া পড়িলেন)

রাম—যা’হবার তা’ হয়ে গেল । তুমি চেষ্টামেচি করে আর
কেলেক্কারি করোনা ।

শিব—নাঃ—এখন আর চেষ্টামেচি করে লাভ কি ? এখন
চেষ্টামেচি করতে গেলে নিজের বোকামোই প্রকাশ পাবে । কিন্তু
কিছু আগে জানতে পারলে এ বিয়ে কি আমি হতে দিতাম, দেখিয়ে

নাট-মন্দির ।

দিতাম একবার শিবরাম ঘোষের প্রতাপটা (ক্রন্দনের স্বরে)
কিন্তু উঃ—আমি ভেবে উঠতে পারছি না যে কি ভয়ানক সময়
পড়েছে । ছেলে বাপের সঙ্গে জুঁজুরি করে বিয়ে করে ! সিদ্ধেশ্বর
বাবুকে সে দিন ঠাট্টা করলুম বটে, কিন্তু আজ মনে হয় তিনি ঠিকই
বলেছিলেন ।

রাম—কিন্তু তোমার প্রতি একটা অনুরোধ । তোমার বৌমাব
ওপব তা বলে এ বাগটা ঝেড়োনা । তিনি নিষপরাধ—সে
কথা যেন মনে থাকে ।

শিব—আমি কি পাগল ? সে কথা আমাকে বলতে ! আর
ইচ্ছা কবলেও বৌমাকে অযত্ন কবতে পারতাম না । ঘটক
ব্যাটা সে পথও বন্ধ কবেছে । আমাকে দিয়ে গুরুর দিবি্য করিয়ে
নিয়েছে যে, আমি হ'তে বৌমাব ফোন অযত্ন হবে না । উঃ,
ব্যাটাচ্ছেলে কি চালাক । এখন তা'র সে সব কথার মানে বুঝতে
পারছি । (হতাশভাবে) আচ্ছা, ভগবান আছেন—গুরুজনের মনে
এই রকম কষ্ট দেওয়া - উঃ কি চরীতি ।

রাম—এমন শুভদিনে ছেলেকে তা বলে শাপ-মন্ত্ৰি দিওনা ।

শিব - এঁা, তুলসী শেষে আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার
করলে—তুলসী ! সময়ের গুণ, সময়ের গুণ !

(আহারান্তে গোলযোগ করিতে করিতে তুলসীর

বন্ধুগণের ও কন্যাকর্তার প্রবেশ)

কন্যাকর্তা—এই যে বেহাউ মশাই, আপনি এখানে ? আমরা

একালের ছেলে ।

সর্বত্র আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি (রামবাবুর প্রতি) আপনারও বোধ হয় খাওয়া হয় নি ! কি আশ্চর্য্য ! চলুন, চলুন ।

শিব—(হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া) মাফ করবেন—আমার শরীরটা হঠাৎ অত্যন্ত খাবাপ হয়েছে—আমি বাড়ী চললাম ।

কন্যাকর্তা—কিছু না থেয়ে, সে কি হয় ?

রাম—সামান্য মাথা ধরেছে বইতো নয় ! ওর জন্য ভয় পাচ্ছ কেন ? শিবদা চল, চল ।

শিব—না, তা'র জন্য নয় । আমার বুকটা কেমন করছে ! আমার সেই palpitation আছে, জান তো রাম ।

কন্যাকর্তা—তা'হলে আপনার এখান থেকে নড়াই উচিত নয় । শুয়ে পড়ুন । ওরে পাখা নিয়ে আস—বরফ ।

শিব—না না, তেমন কিছু নয় । আমার ওরকম হয়, আবার তখন ভাল হ'য়ে যায় । তা'হলে আমি চললাম ।

কন্যাকর্তা—সে কি কথা ? অন্ততঃ একটু মিষ্টিমুখ করে যান । ওরে বেহাই মশায়ের জন্য সন্দেশ' আব খুব ঠাণ্ডা এক গেলাস সববৎ নিয়ে আস তো ।

শিব—আর কিছু নয়, মাফ করবেন ! এ রকম অবস্থায় কিছু খেলেই আমার বমি হ'য়ে যায় । আমি চললাম । এঠে রাম রইল, আমার বিশেষ বন্ধু, ওকে যত্ন করলেই আমাকে যত্ন করা হবে ।

(চলিতে আরম্ভ করিলেন)

কন্যাকর্তা—একলা কোথায় যাবেন ? আপনার সঙ্গে লোক দিচ্ছি ! ওরে হীরা, বেহাইকে ট্যান্ডি করে বাড়ী রেখে আস ।

নাট-মন্দির ।

শিব—(বাহিরে যাইতে যাইতে) না, না, আমি একলাই যেতে পারব । সে শক্তি আমার আছে, আপনাদের ভাবতে হবে না ।

(প্রস্থান)

(ছেলেদের পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি ও চাপা হাস্ত ; গ্রামবাসী ও কন্যাকর্তার মৃদু হাস্ত)

স্ববিনীকা পতন

বন্ধু

মানুষ যখন অর্থ সামর্থ্য ও কৃত্রিম ভোগের মোহে আপনাকে ভুলে থাকতে চায়, তখন তার সবচেয়ে বড় দুর্দিন। সে চায় শান্তি, কিন্তু পায় শান্তিহীন সুখ। এই সুখের কাটার জালায় তার সারামন বিবাস্ত হ'য়ে উঠে। তখন সে জগতের কাহাকেও বিশ্বাস করতে পারে না, বন্ধুকেও শত্রু বলে ভুল করে। কিন্তু তবু তার সত্য বন্ধু তাকে ছাড়ে না। শত শত দুঃখ ব্যথা ও লাঞ্ছনার আঘাত পেয়েও মানুষের চিরন্তন বন্ধু মানুষের সাথে সাথে থেকে প্রবতারার মত তাকে পথ দেখিয়ে চলেছে।

নাট্যোল্লিখিত বাস্তবগণ

সুচারুভূষণ

অরুণচন্দ্র

অধরচন্দ্র

কিরণবালা

চাপ্‌রাণী. রামশিং

স্থান—কলিকাতা। কাল—বর্তমান।

প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে এক রাত্রির ব্যবধান

বন্ধু

প্রথম অঙ্ক

(শান্তকাল—অগ্রহায়ণ মাস । সন্ধ্যাব অব্যবহিত পর । ব্যারিষ্টার
মিঃ সূচাকৃষ্ণ সেনের ইংরাজী-কায়দায় সুসজ্জিত বসিবাব ঘরে
স্বয়ং ব্যারিষ্টারপ্রবর একটি চেয়ারে বসিয়া পাউপ মুখে
দিয়া, নিবিষ্ট মনে ধূমপানে রত । তাঁহার চোখে
মুখে বেশ একটা গর্বোদ্ধত তৃপ্তির চিহ্ন ।
সহসা সূচাকৃষ্ণ চেয়ার হইতে উঠিয়া
ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে
লাগিলেন । একজন চাপ রাশী
বোপ্যাধানে একখণ্ড কংগত
লইয়া প্রবেশ
কবিল ।)

সূচাক । কি খবর ?
চাপরাশী । একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা কব্বে
চান ।

সূচাক—জ্বালাতন কবলে—একটু বিশ্রাম কববার জো নাই ।

সমস্ত দিন ঘুরে এষ্ট বাড়ী আসছি—কোথায় একটু আরাম করব—
না অমনি call—most objectionable intruders ! দেখ,
তুমি বলে দাও যে আমি বাড়ী নেই !—না না,—বল যে এখন
দেখা হবে না !

চাপরাশী—আজ্ঞে সায়েব . আমি সে কথা তাঁকে বলেছিলাম,
কিন্তু তিনি মানতে চান না । তিনি বললেন—‘আমার খুব জরুরী
দবকার । আমার লেখাটা নিয়ে যাও, তা হ’লে তিনি নিজেই
ডাকবেন ।’

সুচারু—আচ্ছা অভদ্র তো—ভদ্রভাবে তাড়িয়ে দিলেও যায়
না । আচ্ছা—তুমি তাঁকে চেন ? এর আগে তাঁকে এখানে
কখনও দেখেছ ?

চাপরাশী—আজ্ঞে, না সায়েব ।

(চাপরাশীর সহিত যখন পূর্বোক্ত কণাবাক্তা হইতেছে তখন
একটি মুগ দরজা হঠাৎ ঊকি দিয়া দেখিয়া লইল ভিতরে কে আছে ।
তাহার পর একটু সরিয়া স্থিরভাবে সুচারুভূষণকে লক্ষ্য করিতে
লাগিল । ভিতরের কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিল না) ।

সুচারু—লোকটা কে ? দেখি কাগজটা । (কাগজখানা দেখিয়া
বিরক্তিপূর্ণ অমুচ্চস্বরে) জনৈক অভদ্র লোক—Good gracious—
what an impudent fellow !

পূর্বোক্ত ব্যক্তি—(দরজা হঠাৎ ভিতরের দিকে অগ্রসর
হইতে হইতে)—Impudent হ’তে পারি—তবে বোধ হয়
Imprudent নই ।

বন্ধু ।

সুচারু—(একটু চমকিত হইয়া বিরক্ত ভাবে) কে মশাই আপনি ? বিনা অনুমতিতে—লোকের বাড়ীর ভিতরে—(হঠাৎ থামিয়া গিয়া, লোকটির মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া, সানন্দে) আরে কেও ? অরুণ নাকি ? The same as ever—full of surprises—এঁা ! তার পর হঠাৎ কোথেক ? Fallen from the skies or sprung up from the nether-lands ? তারপর, কতদিন পরে দেখা বল দেখি ! যাক্ তুমি যে এসেছ, এতেই আমি খুসী । your hand ! (দুই হাতে সাগ্রহে করমর্দন করিয়া)—বস, বস । (স্বহস্তে একটা চেয়ার ঠেলিয়া দিলেন) ।

(চাপবাসীর প্রস্থান)

অরুণ (হাসিতে হাসিতে) বাবা তোমাদের খুসী বোঝা শক্ত ! বাইরে থেকেই তো তাড়িয়ে দিচ্ছিলে— এখন সামনে এসে পড়েছি অর্মানি ভারি খুসী হ'য়ে পড়েছ । তোমাদের এষ্ট sorry, gladএর মানে আমাদের অভিধানে খুঁজে পাই না ।

সুচারু—(অপ্রতিভভাবে, বাস্তবিক--তুমি বিশ্বাস করছ না ! কিন্তু upon God বলছি তোমাকে দেখে আমি ভারি খুসী হ'য়েছি । আমার বিয়ের রাত্রে থেয়ে দেয়ে সেই যে উধাও হ'লে—এ তিন বৎসর আর দেখা নেই । পুরাণো বন্ধুকে এতদিন পরে পেয়ে আনন্দ হবে না ? আর তাড়ানোর কথা যা বলছ—কি ক'রে জানব বল যে তুমি এসেছ । এষ্ট সময়টা আমি একটু নিৰ্জ্জন চাই !

অরুণ—এই সময়টা বুঝি Mrsএর সঙ্গে নির্জনে বিশ্রান্তালাপ
চলে—গোষ্ঠীস্থ অল্পভব করা হয় ?

সুচারু—তোমার সংস্কৃতির গুণটির মাথা করা হয় । আরে—
ওভার কিছু কি আর মনে আছে ? ওই যা বড় বড় কথা বললে,
তা'র একবর্ণও বুঝতে পারলাম না ।

অরুণ—(সহাস্তে) আগেই বড় পার্কে তা এখন পার্বে ।
(চেয়ার হঠাতে উঠিয়া সমস্ত ঘর ঘুরিয়া দেখিয়া) যা' শুনেছিলাম
তা' ঠিকই দেখছি । ঘরটি আগাগোড়া সাহেবী ধরণে সাজান ।
(একটা কাপড় ঢাকা বড় যন্ত্রের নিকট গিয়া) এটা নিশ্চয়ই
Piano. আর এটা Mandolin ? একটা দেশী যন্ত্র বোধ হয় কিছু
নেই ? (পুনরায় আপনার চেয়ারে বসিয়া) আচ্ছা, বাড়ীতে এসেও
এ রকম বিজাতীয় পোষাকে থাক কেন ? এখন কাপড় পরতে
দোষ কি ?

সুচারু—দোষ কিছু নয়—তবে কি জান ! এষ্ট dressটা most
comfortable, কাপড় আমি কালেভদ্রে পরি ।

অরুণ—বেশ কর । কাপড় পরতে তো ভুলে গেছ—বাংলা
ভাষা মনে আছে কি ?

সু । There, there you do us an injustice ! এই
সব dress পরা, ইংরাজী কথা বলা, আমাদের দরকার ; তাতে
অনেক সুবিধা হয়, তাই ওসব করি । তোমরা মনে কর আমরা
on principle কাপড় পরি না, বাংলা কথা কই না । আমাদের
expediencyকে তোমরা principleবলে ভুল কর কেন ?

বন্ধু ।

অরুণ—সাথে কি আর করি ? expediency ও principle এ
ধে কী তফাৎ তোমাদের ব্যবহার দেখে এ পর্য্যন্ত তা' বুঝে উঠতে
পারলাম না । আজ যেটা তোমাদের কাছে expediency,
সুনিধা বুঝলেই কাল সেটা principle হ'য়ে দাঁড়ায় । (সুচারু
একটু গভীর হইয়া গেল, তাহা লক্ষ্য করিয়া)—যাক্, বাংলা লেখা
টেখা বোধ হয় ছেড়ে দিয়েছ ?

সুচারু—বাংলা-লেখা—rubbish ! সে সব ভূত বাড় থেকে
একেবারে নেমে গেছে । তবে বাংলা এখনও বলতে পারি !
সে দিন Mr. Mitter-এর বাড়ীতে Partyর পর একটা বিষয়
আলোচনা হ'ল । আমি ঝাড়া পনের মিনিট না থেমে বাংলার
বলে গেলাম । আমার বক্তৃতার পর Mr. Mitter বিস্মিতভাবে
বল্লেন—Oh ! Mr. Sen, it is a wonder you still talk
Bengali so well !

অরুণ—(হাসি চাপিয়া) তিনি হয় তো তোমাকে ঠাট্টা করে
এই কথা বলেছিলেন ।

সুচারু—Not at all my dear ! He was quite in
earnest. তারপর—কি কর্ছ এখন ?

অরুণ—যথা পূর্বে তথা পরং ।

সুচারু—অর্থাৎ—

অরুণ—অর্থাৎ—লৌকিক ভাষায় বলতে গেলে ঘরের খেয়ে
বনের মাষ তাড়ান্ছি ।

সুচারু—কিন্তু এটা কি ঠিক হচ্ছে ? এক তো মাষ তাড়ানতে

নাট-মন্দির ।

কোন লাভ নেই বরং উন্টে মাঝে মাঝে তাদের গুঁতো খাওয়ার সম্ভাবনাও আছে ! এটা বোঝবার সময় বোধ হয় তোমার হ'য়েছে !

অরুণ—দেখ, ৩৯৯ জন লোক যা' পারেনি, তুমিও তা পারবে না নিশ্চয় । ও জিনিষটা কেউই আমাকে এ পর্য্যন্ত বুঝিয়ে উঠতে পারলে না ।

সুচাক—ঠিক কবে না বুঝলে কে বোঝাবে বল ? তুমি যদি still-we-are-seven-attitude অবলম্বন কর, তা'হলে নিরুপায় ।

অরুণ—না না । আমি এ বিষয়ে একেবারে খোলা মন রেখেছি । আমার যদি তোমরা কেউ সঙ্গতভাবে বিচার করে' বোঝাতে পার যে আমি যেটা করছি সেটা অত্যাশ, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ সে কাজ ছেড়ে দিয়ে তোমরা যা বলবে তাই করব ।

সুচাক—(সোৎসাহে) Honour Bright !

অরুণ—(সহাস্তে) Honour Bright !

(এই সময়ে ব্যারিষ্টার পত্নী শ্রীমতী কিরণবালা সেনের অন্য-মনস্কভাবে ঘরে প্রবেশ এবং কিছু দূর আসিয়া অরুণকে দেখিয়া হঠাৎ স্তম্ভিতভাবে দু' এক সেকেণ্ডের জন্ত দাঁড়াইয়া অবিলম্বে ফিরিয়া ঘর হইতে পলাইবার চেষ্টা)

সুচাক—(দাঁড়াইয়া উঠিয়া)--শোন শোন, কিরণ—পালিও না । এ আমাদের ঘরের লোক (কিরণবালা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন) এগিয়ে এসো ! (কিরণ বালা আসিলে পরস্পরের দিকে চাহিয়া) My wife—my old mate অরুণ বোস্—যা'র কথা তোমাকে

বন্ধু ।

অনেকবার বলেছি এবং যা'কে দেখবার জন্য তুমিও অনেকবার আগ্রহ পকাশ করেছ ।

অরুণ—(সপ্রতিভাবে চেয়ার হঠতে উঠিয়া) প্রণাম বৌদিদি—যাক্, তা' হ'লে আমার মত অভাগাকেও মাঝে মাঝে স্মরণ করেন ।

কিরণ—(প্রতিনমস্কার করিয়া) সে কি বলেন । আপনাকে স্মরণ করে' করে' আমরা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম । মিঃ সেনের কাছে শুনেছিলাম গুঁর বন্ধুদের মধ্যে আপনিই সকলের প্রথমে আসবেন, কিন্তু আপনিই এলেন সবার শেষে !

সুচার—ভুলো না—The last would be the first and the first last !

কিরণ—গুঁর বিষয় যতদূর শুনোছি ও জানি, আশা করি তাই হবে । আব আমার একটি বন্ধুর সঙ্গে আমি প্রায়ই আপনাব লেখার বিষয় আলোচনা করি ।

অরুণ—তা' হ'লে আমি একজন বিখ্যাত লোক হয়ে পড়েছি বলুন ।

কিরণ—অস্তুতঃ আমার কাছে তো ।

অরুণ—দেখলে চারু, বনের মোষ তাড়িয়ে অস্তুতঃ একজনের কাছেও বিখ্যাত হওয়া গেছে ।

কিরণ—না না—শুধু একজনের কাছে কেন ? আপনার নাম এখন অনেকেই করে !

সুচার—বস অরুণ—কিরণ,বসতো । এই বিষয়ে আমাদের একটা

discussion হ'বে । (উভয়ের উপবেশন) বিষয়টা হচ্ছে এই—
অরুণ যে বকমভাবে জীবন যাপন করছে আমার মতে সেটা অত্যন্ত
অন্যায় । ওব এখন বয়স হ'য়েছে, আব ছেলোমো ভাল দেখায়
না । He ought to change his course now.

কিবণ—কেন, উনি খাবাপ কাজটা কি কবেছেন ? ববং ওঁর
মতন ভাল কাজ কববার শক্তি সকলেব নাই—আমার তো এই
বিশ্বাস ।

সুচারু—ওঃ—তুমিও ওব দলে । All right, I will fight
single-handed ! আচ্ছা অরুণ, তুমি যে এট vagra-
bondএব মত জীবন যাপন কবছ, এতে কাব কি উপকাব হ'চ্ছে ?

অরুণ—উপকাব আব কাব কাব হ'ছে বলা শক্ত, তবে আমার
যে হ'ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ।

সুচারু—Quite the contrary ! আমার মতে তোমার
অপকার আগে হ'ছে আব তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দেশেব
অপকাব হচ্ছে ।

অরুণ—আমি তো আগেই বলেছি যে শুধু মত হ'লেই চলবে
না । মতটা বেশ ন্যায় ও বিচাব সম্ভব হওয়া চাই । কি বলেন,
বৌদিদি ?

কিরণ—নিশ্চয়ই ।

সুচারু—আচ্ছা আমি reasonable grounds দিচ্ছি । এই
ধর তুমি যদি যোগাড় কবে' কাজ কর্বে লেগে যেতে, তা হ'লে এত
দিনে বেশ ছুপরসা রোজগাব কস্তে' । নিজের অভাব, নিজের ইচ্ছা,

বন্ধু ।

নিজের পয়সার পূরণ করেও, খেয়াল হ'লে হুদশ জনকে সাহায্য করতে পারতে । তা' না হ'য়ে আজ তুমি কি ? তোমার নিজের বিষয় সম্পত্তি নেই, একটা social position নেই । অর্থাৎ কিনা
Instead of being a healthy citizen, you have become a morbid individual, without aims, without ambition, leading almost a parasitic life—কিছু মনে করোনা অরুণ, কথাগুলো কিছু শক্ত শক্ত শোনাচ্ছে । কিন্তু ঠিক তোমাকে আমি গালাগালি দিচ্ছি না—। তুমি যে course of life adopt করেছ, আমার indictment তারই against এ

অরুণ—কিছু মনে করবোনা দাদা, সত্যকথা আমি বড় ভাল-বাসি—তা' সে প্রিয়ই হোক আর অপ্রিয়ই হোক । 'আচ্ছা এক এক করে তোমার অভিযোগের উত্তর দিচ্ছি । আমার যে উপকাব হ'চ্ছে তা' তোমাকে আগে দেখাই । প্রত্যেক লোকই এ জগতে বাস করছে আনন্দ পাবার জন্য । এই আনন্দেব ধারণা এবং তা' লাভ করবার প্রণালী প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কচি ও মত অনুসারে বিভিন্ন । কুপণ টাকা ক্ষমিষ আনন্দ পায়, দাতা দান করে' আনন্দ পায় । হুজনেই বিপরীত মুখে চলেছে বটে—কিন্তু একই আনন্দের জন্য । এই আনন্দের আশ্বাদে তোমরা একপথ বেছে নিয়েছ, আমি অন্য পন্থা ধরেছি । এতে অভিযোগ কববার কিছুই নেই । অভিযোগ করতে পার তখন, যখন এইরকম ভাবে জীবনের স্বাধীন পন্থা বেছে নিতে গিয়ে কেউ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমাজের অপকার করে ।

সূচাক—(অসহিষ্ণু ভাবে) আহা আমারওতো point তাই ।
তুমি নিজের সমাজের অপকার কবছ তাত্তো আমার আভ্যোগ ।

অরুণ—(সহাস্তে) সে কথা যদি বললে, আমার চেয়ে ঢের
বেশী সমাজের অপকার তুমি কবছ ।

সূচাক—(সান্ধৰ্য্যে) আমি ? কি কবে ?

অরুণ আচ্ছা আমার কাজ কি ? কাবও ছুঃখ বা বাথা দেখলে
আমার প্রাণ কেঁদে উঠে -অবশ্য তোমাদের অভিধান হিসাবে
এ একটা ভুলভা—আর সেখানে ছুটে গিয়ে পাণ মন শরীর
দিয়ে তাব সেই বাথা দূর করবার চেষ্টা করি । আমার লেখার
মধ্য দিয়েও মানুষকে এই আনন্দ দেবাব চেষ্টা করি । এই চল
আমাব দান । আব প্রতিদানে সমাজের কাছ থেকে কি গ্রহণ
কবি ?—মাত্র জীবনধাবণোপযোগী খাওয়া-পবা । কারণ কাছ
থেকে কখনও কিছু জোব কবে' দাবী কবিনা । সবাই সানন্দে,
সাগরে ডেকে যা' দেবাব দেয় । আর তুমি কি কবছ ? চোর,
লম্পট, পাজী, মাতাল এদেরকে সত্য-মিথ্যা নানা উপায়ে
অধিকাংশ সময়ে উপযুক্ত শাস্তি হাত থেকে ছাড়িয়ে আনছ ।
তা'বা মুক্তিব সোজা বাস্তা দেখে আবার সমাজের উপব অত্যাচার
করছে । আর ঐ সব দুৰ্জন্তদের গলায় পা দিয়ে টাকা 'আদায়
কবে' কবে' তোমাদের এ বকম অভ্যাস হ'য়ে গেছে যে গরীব
ভাল লোক এলেও অল্প পরসায় তা'দের মোকদ্দমা গ্রহণ কর না ।
বাড়ি ঘর বিক্রী করে' তোমাদের পেট ভবাবে পাৰলে তবে তা'দের
সাহায্য কব । তুমি যা' দাও, তাব চতুর্গণ নাও । এ শুধু তুমি

বন্ধু ।

কেন ? বর্তমান সভ্যতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামজাদা উকীল, ব্যারিষ্টার, এটর্নী, ডাক্তার, কথাকথিত দেশনেতা—সকলেই এক পথের পথিক । তারা সমাজকে যা দেন, গ্রহণ করেন তাব দশগুণ । অতএব দেখলে, যে আমাদের মতন লোক সমাজের ক্রাধব পান কবে না, সমাজের বন্ধু শোষণ কবছ তোমরা ।

সুচারু—আচ্ছা, আমাদের বিষয় না হয় বললে, কিন্তু ডাক্তাবেব বিষয় সে কথা কি কবে বল ?

অরুণ—একজন ডাক্তারের ৪৮ টাকা ফী আছে । ২৮ বৎসব পবে একটু নাম হলেই দেখবে ক্রমে ৮৮ টাকা ৭১৬৮ টাকায় তাব ফী দাঁড়িয়েছে । কখনও কখনও ৩০৮ টাকাও হয় । অভিজ্ঞতার ফলে তাব পাবদর্শিতা কিছু বেড়েছে স্বীকার কবি, কিন্তু চারগুণ বা আটগুণ বাড়েনি—এটা ঠিক । আট টাকা ফী নিষেও তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন কবতে পাবতেন—কিন্তু তথাপি বত্রিশ টাকা নিয়ে লোকেব গলায় পা দেবাব ব্যবস্থা কবার কি গয়োজন ? এছাড়া আবাব উদেব special fee আছে । এক বাব একটা গরীব লোকেব মেয়েব প্রসবের সময় অত্যন্ত মৃদ্বিল হ'য়েছিল । এই সহবের একজন Midwifery Specialistকে ডাকতে গেলাম । তিনি বললেন পাচশো টাকা দেবে বল, তবে Forceps ধবব । অনেক কাবুতি মিনতি কবলাম—মশাই, মেয়েটি এখন মর মর, আর তার বাপ বড় গরীব । মেয়েটিকে আসন্ন মৃত্যুব হাত থেকে রক্ষা করুন, তার পিতা যতদূর সাধ্য আপনাকে সন্তুষ্ট কববেন ।' জানেন বোদি, তিনি কি বললেন ? তিনি বললেন

নাট-মন্দির ।

—সন্তুষ্ট কবাকবি আবাব কি । একি ঘটক বিদায় নাকি ? আমি তো charity করতে বসিনি, বা সারা সহবের মেয়ের life-এর জন্য responsible আমি নই । আমার terms satisfied না হ'লে আমি যাব না ।

কিবণ—উঃ কি নরপিশাচ ।

অকণ—শুধু নরপিশাচ নয় বৌদি, এরা নবঘাতক । অথচ ছোট, কোট, কল্যাণ এটে দিয়া ভদ্রলোক সঙ্গে সমাজেব মাথায় বুটেয়া যা মেবে যুবে বেড়াচ্ছে । এদের তোমরা পুড়া কব আব নিঃস্ব বলে আমাদের অবহেলা কব । একজু জেনো ভবঘুবেদের আর বড় দোষই থাক, দেশেব দুর্দিনে তাবাত একমাত্র সকাব । এদের প্রাণেব বক্তে সমাজেব জমি সবস ০ উকব হচ্ছে, এদের বুকের হাড় থেকে যে বজ্র চষ তা'তেন সমাজেব ও দেশেব পাপ, অস্ত্রায় অত্যাচার পুটে ছাট চষ, আব নিরয় ও শত শত দুঃখ এবং অত্যাচারিষ্ঠে হ'লেও এদের প্রাণময় অস্ত্র থেকে যে হাসি ফুটে উঠ তাবই জ্যোতি দেশের এহ অন্ধকার মহাপ্রশ্রাণে ক্ষীণ আলোক-বেথা ।

সুচারু—না—নিতান্তই কোন ঠেসা কবলে । তুমি একটুও বদলাওনি দেখছি । কথায় তোমায় কোনদিনই এঁটে উঠতে পারি নি—আজ ব্যাবিষ্টাব হ'য়েও তাব নানতে হল । তাজার হোক “কপি” লোক ।

কিবণ—বচ ধনুবাদ অকণ বাবু—আপনি চিন্তাব এক নূতন ধাবা আজ চোখের সামনে খুলে দিলেন ।

বন্ধু :

সুচারু—কি ! শেষে আমার ভাগ্যেও Thou too Brutus !
কোথায় তুমি আমার দিকে হ'রে লাগবে, না chuckling at the
defeat of your husband and overjoyous at the
victory of his adversary ! Not quite ladylike !
(সকলের মূহু হাস্য) যাক্--ক'দিন থাক্ছ বল ?

অরুণ—ক'দিন ? আমি এখনই যাব ।

কিরণ—আজই এখনই ? অন্ততঃ আজকের রাতটা থেকে
যান ।

সুচারু—(বিরক্ত ভাবে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া) তোমার সঙ্গে গল্প
করা ছাড়া ওর কি আর কোন কাজ নেই যে, থাকতে বললেই
থাকবে ।

কিবণ—(অপ্রস্তুতভাবে) না, না—আমি সে কথা বলছি না ।
তবে এখান থেকে খেয়ে যাবেন তো ?

অরুণ—না—খেতে গেলে দেবী হয়ে যাবে । আমাকে বণ্টা
খানেকের মধ্যে এখান থেকে যেতে হ'বে ।

সুচারু—(বিরক্তভাবে) বুঝ্ছ না কিরণ, প্রচ্ছন্ন বাড়ী ও আবাব
থাবে । Mountain of Prejudice । গুঁরা আবাব দেশের
উপকার করবেন !

অরুণ—আচ্ছা চারু, তুমি তো এখন রোজকার করছ বেশ ।

সুচারু—হ্যাঁ, তা' মন্দ নয় ।

অরুণ—নিজের দরকার ছাড়া আব কিছুতে খরচ কর কি ?

সুচারু—বলে নিজের দরকারই সব কুণিয়ে উঠতে পারি না তো

নাট-মন্দির ।

আর কিছুতে খরচ করব ! Sufficient unto the day is the evil thereof !

কিরণ—বাস্তবিক অরুণ বাবু—এতদিন ওকথা তাবিই নি । আজ আপনার কথা শুনে মনে হ'চ্ছে আমরা যা' পাই সব নিজেরা ভোগ করে' অত্যন্ত অশ্রায় করছি ।

সুচারু—Already a convert ! এই জন্তই বলি যে মেয়ে-দেব মতামতের কোন মূল্য নেই । যাক্ আসল কথা কি জান অরুণ, আমি indiscriminate charityর পক্ষপাতী নই ।

অরুণ—সে ভাল কথা । কিন্তু discriminac charity করতে কোন দোষ আছে কি ?

সুচারু—দেখ, এই কলিকাতা সহরটি A city of nine wonders ! এখানে কে সাধু আর কে চোর বোঝা শক্ত !

অরুণ—আচ্ছা একটা কাল্পনিক ঘটনার কথা তোমাকে বলি । ধব, একজন অত্যন্ত গরীব লোক মেয়ের বিবাহের জন্য একটা সংপাত্র স্থির করেছে, কিন্তু শেষ মুহুর্তে টাকার যোগাড় করতে না পারায় বিবাহ-বিভ্রাট হবার মত হ'ল ; অথচ সেট বাজেট বিবাহ না হ'লে নয় । এই অবস্থায় সেট লোকটা যদি তোমার কাছে এসে পড়ে তা' হলে তুমি কি কর ?

সুচারু—কি আর করি ! তাকে বুঝিয়ে দি সে একটু পথ ভুল করেছে, আমি ঠিক তার Bank নই ।

কিরণ—না না—এ অবস্থায় যতদূর পারা যায় তার সাহায্য করা উচিত ।

বন্ধু ।

সুচারু (সহাস্যে) Physicians differ, my dear । আসল কথা কি জান, এরকম জায়গায় দান করা মানে supporting this tyrannous social custom - তাতে আমি রাজী নাই ।

অরুণ—কিন্তু যতদিন সমাজে বাস করছ, আর এই জঘন্য বীতির মলোচ্ছাদ করবার জন্য আনুষ্ঠানিক চেষ্টা না করছ, ততদিন তুমিও যে তোমাব নীরবতার দ্বারা এই বীতির সমর্থন কবছ সে কথা ভুলো না । যাক্—ও সব কার্লনিক কথা ছেড়ে দিয়ে বাস্তবে এস, তোমাকে দান করতে হবে । আজ তোমাকে আমি দাতা করে ছাড়ব ।

সুচারু—Charity enforced at the point of the bayonet নাকি ? ব্যাপারটা খুলেই বল ।

অরুণ - বলছি, আমার কিছু টাকা চাই । একেবারে দিলেই ভাল হয় । আর যদি নিতান্ত দান না কব তো ধার দিতে হ'বে । কিন্তু টাকাটা এখনই আমার চাই ।

সুচারু তা হ'লে তোমার সেই imaginary মেয়ের ণপকে যা' বলতাম তোমাকেও তাই বলতে হ'বে—That I am not your Bank

কিরণ—(সহসা) সে কি কথা—

সুচারু—(বিরক্তভাবে) কিরণ—তুমি ভিতরে যাও তো !

অরুণ—কেন, বৌদিদি থাকুন না ।

সুচারু—না—I dont wish that ladies should meddle

in money-matters ! কিরণ ওঠ, ভিতরে যাও । (ধীর অনিচ্ছুক পাদক্ষেপে কিরণবাণীর প্রস্থান) তারপর তোমার কত টাকা দরকার ? কি করবে ?

অরুণ—দরকার আমার পাঁচশো টাকা—কিন্তু কি করব তা' বলব না ।

সুচারু—কবে দেবে ?

অরুণ—তাও বলতে পারি না ।

সুচারু—টাকা ধার নেওয়ার চমৎকার সন্ত বটে !

অরুণ—আর বাপু—এই পাঁচশো টাকার উপর নির্ভর করে তো তোমার দিন চলছে না ।

সুচারু—That is no reason why my money should serve your dark purposes !

অরুণ—তুমি ভেবো না । আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, যে উদ্দেশ্যে তোমার টাকা লাগাব সেটা খুব সঙ্গত্বে । আর যে মুহুর্তে ফের টাকার যোগাড় করতে পারব, সেই মুহুর্তে তোমার টাকা শোধ দিয়ে যাব ।

সুচারু—(বিজ্ঞপাশ্রয় স্বরে) The days of weak credulity are gone !

অরুণ—(ব্যথিতভাবে) কি বলছ হে চারু—আমি তোমার এত দিনের বন্ধু আগেকার কথা সব ভুলে গেলে ! কত দিন কত রাত্রি আমরা এক সঙ্গে কাটিয়েছি ; সুমহান আদর্শ কত উচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষার কথা আলোচনা করেছি । সেই সব দিন রাত্রির

বন্ধু ।

স্মৃতি কি তোমার মনে একটা সুন্দর, অনাবিল বন্ধুত্বের স্বর্গীয় ছবি
এঁকে যায় নি ? তুমি ভাবছ আমি তোমার কাছ থেকে এট পঁচশো
টাকা ফাঁকি দিয়ে নিতে এসেছি ! মানুষের কি এতই দুর্দিন,
বন্ধুত্বের কি এতই দুরবস্থা ?

সুচারু—দেখ তুমি যখন বললে তখন আমি কি করে' চূপ করে
থাকি ? তোমাকে স্পষ্ট করেই বলতে হচ্ছে যে বন্ধুত্ব, মনুষ্যত্ব, ওসব
কথার ফাঁকি, কবিত্বের আড়ম্বর, অনেক দিনই মন থেকে জলাঞ্জলি
দিয়েছি। আগে ছোট ছিলাম, কিছু জানতাম না, বুঝতাম না—
অনেক sentimentality ছড়ান গেছে। এখন জ্ঞান হ'য়েছে—
my feet are now on firm grounds। এখন বুঝছি বন্ধুত্ব
কল্পিত ও সব মায়্যা, delusive appearances। একমাত্র solid
জিনিষ হ'চ্ছে এই অর্থ—যাব্ জন্ত এই তিন বৎসর পরে হঠাৎ তুমি
এখানে ছুটে এসেছ, এবং যে বস্তুটি পেলে হয়তো আরও তিন বৎসর
তোমার দেখা পাওয়া যাবে না। There, there you know
my mind !

অরুণ—ওঃ—সে কথা জানতাম না, জানলে এখানে আসতাম
না। আচ্ছা চললাম তাহ'লে। (চেয়ার হঠতে উত্থান,)

সুচারু—সে কি কথা - তা খেয়ে যাও ! Guest তুমি, অভূক্ত
যাওটা কি ঠিক ? কিরণ, কিরণ—

(কিরণবালার প্রবেশ)

সুচারু—অরুণ চলে যাচ্ছে—ওর চায়ের ব্যবস্থা কর।

অরুণ—থাক বৌদিদি, ব্যস্ত হ'বেন না। আমি যাচ্ছি।

কিবণ—আপনি আমাব হাত থেকে একটু কিছু খেয়ে না গেলেন আমি অত্যন্ত হুঃখিত হব । আবার যে আপনাব সঙ্গে কবে দেখা হ'বে তাব তো ঠিক নেই ।

অকণ - (কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া) আচ্ছা এসলাম ।

সুচাক—(কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে কঠোব দৃষ্টিতে চাহিয়া—পরে আত্মসম্বরণ করিয়া) - আচ্ছা অকণ, তুমি চায়ের যোগাড় কর, আমি Night-bathটা নিয়ে আসি ।

সুচাকভ্রমণেব প্রস্থান । কিবণবালা ঘণ্টা বাজাছিলেন—

চাপবালাব পবেশ ও আভূমি প্রণাম ।

কিবণ—চা-পানি (সেলামপূর্বক চাপবালাব প্রস্থান । উভয়ে কিছুক্ষণ নীবব থাকিয়া অবশেষে কিবণবালা বিশেষ চেষ্টাব সহিত কথা কহিলেন) আপনি ফিবে এলেন কি আমাব কথায় ?

অকণ আপনাব কি মনে হয় ।

কিবণ—আমাবও মনে হ'চ্ছে তাই, কিন্তু একটু আশ্চর্য লাগছে ।

অকণ—না, এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে । আপনাকে খুব সামান্য সময় দেখেছি বটে, কিন্তু এর মধ্যেই আপনি আমাব মনে প্রকাব উদ্বেক করেছেন । তাই আপনাব অন্ববোধ এড়াতে পাবলাম না ।

কিবণ—(সাগ্রহে) তা হ'লে আমি যদি আর একটা অন্ববোধ করি, রাখবেন ?

বন্ধু ।

অরুণ—আগে শুনি কি অনুরোধ ।

কিরণ—(ধীরে ধীরে আঁচলের তলা চাইতে একটি থলি বাঁধি
কষিয়া—চাপা গলায়) আপনাকে এটা নিতে হবে ।

অরুণ—(হাত বাড়াইয়া লইয়া) কি ও ? টাকা ?

কিরণ --হাঁ—পাঁচশো টাকা ।

অরুণ—(কিংকর্ষব্যবসায়িত্বভাবে) পাঁচশো টাকা—সব শুনে-
ছেন—তা’হলে আপনি—টাকা—নাঃ—মাপ করবেন নৌদি, এ
বাড়ী থেকে আমি কোন টাকা নিতে পারব না ।

কিরণ—এ বিষয় আপনি কিছু মনে কববেন না—ও আমার
টাকা ।

অরুণ—(সহাস্ত্রে) আপনি তো আর রোজগার কবে’
আনেন নি ।

কিরণ—(ক্ষীণ হাস্তের সহিত) কাছাকাছি তাই, ও আমার
পিড়দণ্ড টাকা । তবে আমারই একটা দবকাবে আমারই অনুরোধে
আজ এটা উনি হাতে করে’ Rank থেকে নিয়ে এসেছেন ।

অরুণ—চাক যদি জিজ্ঞাসা করে এ টাকা কি হ’ল ।

(চাপরাসীর প্রবেশ—ও চা দিয়া প্রস্থান)

কিরণ বল্‌ব, খরচ হ’য়ে গেছে ।

অরুণ—মিথ্যা কথা বলতে হবে তো আমার ভ্রাতৃ ! না—ওতে
আমি বাজি নই ।

কিরণ--আচ্ছা—আমি সত্য কথাই বলব—তবে আজ নয়
কাল । আজ আপনি বিনা বাক্যবায়ে ওই টাকাটা নিয়ে যান ।

অৰুণ—দেখুন, চাক আজকাল যে বকম হ'য়েছে, তা'তে ওকথা শুনে ও নিশ্চয়ই গোলমাল কৰবে। আপনি অত্যন্ত মুৰ্খিলে পড়বেন। না, না আমি আপনাব কে যে আমার ভক্ত আপনি এত কষ্টে সজ্জ কৰবেন।

কিৰণ—আপনি হিন্দুৰ ছেলে—এইমাত্ৰ না আপনি আমাকে বোদি বলে ডাকলেন, অথচ জিজ্ঞাসা কৰছেন আপনি আমাব কে । (ক্রমশঃই তাড়াব গলাব শব্দ চড়িতে লাগিল) আৰ আমাব টাকা আমি যদি দেহ তা'তে কে বাপা দিতে পাবে ? আপনিও কি তা'দেব দলে যাবা নাবীব চিবদাসীত্ব স্বীকাৰ কৰে ? যাদেব মতে জীবনেব সামাজিক কাজ থেকে নাবীব জীবনমৰণ পর্যন্ত তাব স্বামীব চোখের তন্ত্ৰত্বৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰে ? আপনি যদি সেহ দলেব হ'ন তাহ'লে নেবেন না নয় তো আমাব জিনিষ, আমি আপনাকে দিচ্ছি একে অস্বীকাৰ কৰে' আমাকে অপমান কৰাব আপনাব কোন অধিকাৰ নেহ ।

(নেপথ্যে সূচাকভূষণৰ শব্দ—“আনাব তক । কাৰ অপমান কৰাব অধিকাৰ অনধিকাৰ”—সূচাবৰ গলা শুনিয়া আপনাব অজ্ঞাতসারে তাড়াতাড়ি থলিটী লহিয়া অৰুণ গায়েব কাপড়ের মধ্যে ঢাকিয়া লইল ,

সূচাক—(ঘরে আসিয়া)আনাব তোমাকে অপমান কৰাব অধিকাৰ ছিল কিনা—এই তো কথা । সে বা'তোক আমার অসাক্ষাতে, আমাব স্বীৰ কাছে সব বলে, তাব Sympathy draw কৰাব চেষ্টাটা মোটেই heroic নয় । (চেয়ারে উপবেশন ; বিবক্ত ভাবে

বন্ধু ।

কিরণের দিকে চাহিয়া) চা ঢালবে, না আজ তর্কই চলবে ? (কিরণ তাড়াতাড়ি চা ঢালিতে ব্যস্ত ।

অরুণ -- (হাসিয়া) একদিকে হারলেই আর একদিকে জেত-
বার চেষ্টা সকলেই করে জান তো । (ছ'জনকে চা দিয়া কিরণবালা
দাঁড়াইয়া বহিলেন,—উভয়ে চা পান করিতে লাগিলেন)

সুচারু—(সচেষ্ট হাতের সহিত) Let us clink our cups
and be quits

অরুণ—থাক । কই বৌদিদি, আপনি থাকেন না ।

কিরণ—না, আমার খাবার ইচ্ছা নাট ।

সুচারু—ইচ্ছা নেই না লজ্জা করছে ? ওই drawbackটা
তুমি কিছুতেই overcome করতে পারলে না । কত partyতে
থেকে এলে, আর এখানে লজ্জা ! (কিরণ নীরব)

অরুণ—(কাপ নামাইয়া) আপনি না খেলে আমি খাব না ।

কিরণ—(ধীরে ধীরে আব এক কাপ ঢালিয়া) নিতান্তই
খাওয়ালেন দেখছি । কিন্তু আমার না খেলেও চলত ।

অরুণ—না খেলে আমায়ও চলত ।

(সকলেরই নীরবে চা-পান)

সুচারু—দেখ অরুণ—We met after such a long
time and that only to quarrel—বাস্তবিক এটা অত্যন্ত
দুঃখের বিষয় ।

অরুণ—আমার তো মনে হয় এটা খুব সুখের বিষয় ।

সুচারু ও কিরণ (সমস্তরে) কি রকম !

নাট-মন্দির ।

অরুণ—তোমাতে আমাতে দেখা হয় নি বহুদিন । আমাদের উভয়েরই ধারণা ছিল যে হয়তো আমরা পরস্পর সেই রকমই আছি কৈশোরে যেমন ছিলাম । কিন্তু সময় ও অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে উভয়ের মধ্যে কতটা ও কি রকম পরিবর্তন এসেছে সেটা কেউই কল্পনা করতে পারিনি । আজ দেখা হওয়াতে পরস্পরের প্রতি ধারণা স্পষ্ট হয়ে গেল । আমরা মিলতে পারলাম না বটে, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে নতন পরিচয়, নতন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করলাম এটা কি সুখের নয় ? (হাস্যমুখে চা পান)

সুচাক তোমার সমস্তই হেঁয়ালি হয়ে উঠছে । You seem to be developing a new code of Ethics, quite different from that of ours

কিরণ—কিন্তু গুর codeটা ঠিক, কি আমাদেরটা ঠিক—কে বলতে পারে ?

অরুণ—(নিঃশেষিত চায়ের পেয়ালা টেবিলের উপর রাখিয়া) 'আচ্ছা উঠি, নমস্কার চাকু—প্রণাম বৌদিদি । (উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি বাইতে গিয়া চেয়ারের পাশায় পা আটকাইয়া চেয়ার সমেত পড়ুন । বস্ত্রাভ্যস্তর হইতে টাকার থলিটা বন করিয়া মাটিতে পাড়িয়া গেল ।)

সুচাক—(লাফাইয়া উঠিল) What's that, what's that ! (কিরণবালা সহসা ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটিয়া সুচাককে ধরিয়া নিবারণ করিতে গিয়া মুহূর্তমধ্যে আত্মসম্বরণ করিয়া অর্ধপথে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল ।)

বন্ধু ।

সুচাক—কথা কচ্ছ না যে উত্তর দাও—উত্তর দাও—

What's that ?

অকণ - (আশ্বে আশ্বে উঠিয়া টাকার থলিটি নিজের হাতে পুন-
বায় সামলাইয়া লত্বা বাঁবে শাস্তস্বৰে) শব্দ থেকেই বুঝতে পাবছ—
এটা টাকা ।

সুচাক (সাস্চৰ্য্যে) কোথায় পেলে ?

অকণ—এইখান থেকে ।

সুচাক—মানে ?

অকণ—মানে ?—তোমাব ঘৰেব বাস্তু থেকে ।

সুচাক—(সকৌতুকে) কি কবে নিলে ?

অকণ—(অস্বান বদনে) চাবি দিয়ৈ বাস্তু খুলে নিলাম ।

সুচাক—না, না অপৰ কোথাও থেকে এনেছ বুঝি ?
ও তাহ এতক্ষণ আমাব সঙ্গে চালাকি হ'ছিল। কে দিল
ও টাকা ?

অকণ - থলিটি কাপড়েব নীচে হঠতে ব্যাহর কৰিয়া) ঃ
আশ্চৰ্য্য—নিজেব লডীব জৰ্নিষ নিজে ডিমতে গাছেনা । এক থলি ও
পাচশো টাকা কোথায় ছিল মনে কবে' দেখ ।

সুচাক—ঠিক, ঠিক । ও তো কিবণেব টাকা—আজই আমি
Bank থেকে withdraw ক'বে বাস্তু বেখেছিলাম । কিরণ, তাই
না ? জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে স্বীৰ পানে চাহিলেন—কিরণ নীরব
নিশ্চল । সুচাক বিশ্বয়-বিস্মল দৃষ্টিতে নীরবে একবার অকণ ও
একবার কিবণেব প্রতি চাহিতে লাগিলেন) ।

অরুণ—তারপর কি বলবার আছে বলে কেনো। আমাকে এখনই যেতে হ'বে। রাত্রি ৯টার মধ্যে আমাকে টাকা নিয়ে কাজের জায়গায় পৌঁছাতে হ'বে।

সুচারু—(সহসা ক্রুদ্ধভাবে) তুমি কি কাজ করেছ জান ?

অরুণ—(মৃদু হাস্যের সহিত) না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে বা' করা হয় তাই কবেছি।

সুচারু—You still have the cheek to jest over this affair ? জান—আমি এখনি তোমাকে Trespass ও Robberyর chargeএ পুলিশে দিতে পারি।

অরুণ—(সহাস্যে) আচ্ছা—তুমি ততক্ষণ Sectionটা দেখে রাখ, আমি টাকাটা দিয়েই আসছি। ভয় নেই—আমি পালাচ্ছি না। আর আমার নাম ধাম সবই তো জান।

সুচারু—হঁ—You think you can trifle with me with impunity—do you ? আচ্ছা—দেখাচ্ছি ! I will hand you over to the Police at once !—রামশিং।

কিরণ (সহসা স্বপ্নোথিতের ভায়ে)—তুমি ঠুকে পুলিশে দিচ্ছ কি ? ও টাকা আমি ঠুকে নিজের হাতে দিয়েছি।

সুচারু—'সবিস্ময়ে) তুমি—ঠুকে—নিজে হাতে দিয়েছে ?—(রামশিংএর আগমন ও সুদীর্ঘ কর্ণিশ। সুচারু ভূমণের বিরক্তি ব্যঞ্জক—“নাহি মাক্ততা যাও”—শব্দে সসম্মমে কর্ণিশ ও প্রস্থান)

অরুণ—গুর কথা শুনোনা চারু—ও হ'চ্ছে আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা !' বাঙ্গালীর মেয়ের দুর্বলতা, যাবে কোথায় ?

বন্ধু ।

লোকের বিপদ দেখলেই মন গলে গেল ! এ টাকা আমি নিজের হাতে বাক্স থেকে নিয়েছি ।

সুচারু—(অশ্রুমনস্কভাবে) তাই তো বলি—কিরণ কেন দেবে ? অসম্ভব ।

কিরণ—অসম্ভবই বা কি ? আমার টাকা আমি দিয়েছি । অকণ বাবু নিজের হাতে নিলেন তো চাবি পেলেন কোথায় ? চাবিতে আমার কাছে ।

সুচারু তাই তো । আমাকে কি বিপদেই ফেললে ! (৬ হাতে মাথার চুল টানিয়া) ও এই বন্ধু—এই সংসার—এই বন্ধুত্বের ফল ।

অকণ (মৃদু হাস্যের সহিত)—আর এই বুদ্ধির দোড়ে তুমি ব্যারিষ্টারি করে খাও ? তোমার চাবি না হ'লে বুঝি আর বিশ্বসংসারে চাবি নেই ? এই দেখ—(পকেট হইতে চার পাঁচটা চাবির গোছা বাহির করিয়া দেখাইলেন) ।

সুচারু Oh ! all pre-arranged and pre-meditated !

অকণ—নিশ্চয়ই । বাকু—কথায় কথায় দেবী হ'য়ে যাচ্ছে ! আমি এখন চললাম—হু' ঘণ্টার মধ্যেই এসে surrender করছি ।

সুচারু—না—তোমাকে আর পুলিশে দেবনা । তোমাদের কিছু বিশ্বাস নেই । এখানে বলছি আমি নিয়েছি—সেখানে হয়ত বলবে কিরণ দিয়েছে । আমার wifeকে নিয়ে যা'তে একটা scandal হয় সেই মতলবেই surrender করার জন্ত এত আগ্রহ । না—আমাকে তত বোকা পাওনি । তবে হাতে হাতে ধরা পড়েছি—

Leave the money here and go home like a good boy ।

অরুণ (দৃঢ়কণ্ঠে) টাকা । একবার যখন হাতে পেয়েছি তখন আব হাতছাড়া কবব না । যেখানে দবকাব সেইখানে এই টাকা নিয়ে যাব । ক্ষমতা থাকে বাধা দাও । (স্মচাকৰ দিকে কঠোৰ নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাইয়া বহিলেন)

স্মচাক—(কঠাৎ ভয় পাইয়া) Oh ! how mean, how greedy you have become ! তোমাৰ চোখ মথ থেকে ফুটে বেকছে—a mean lust for lucra । ও টাকা কেব ছুঁলেও আমাব পাপ হবে । যাক্ ওই পাচশো টাকা দিয়েই বন্ধুত্বৰ প্ৰায়শ্চুত কবব ।—বামশিং । (লাঠি হস্তে বামশিংএৰ প্ৰবেশ ও সেলাম) তস্কো বাজাব দেখ্ লং দেও ।

বামশিং—(লাঠিটা মাটিতে টুকিয়া ।—চলো বাব । অৰুণ ও বামশিংয়েৰ প্ৰস্থান)

কিবণ—উঃ—(সংজ্ঞাশূন্যভাবে লুটাইয়া পড়িলেন)

স্বৰেন—Oh, my God ! কিবণ—কিবণ । Quite senseless ! হবে, হবে—অডিকলোন । বামশিং—ভাক্তাব—আভি যাও, জলদি । Oh, what a muddle do these devils of friends get us into !

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

(পরদিন সকাল—বেলা ৭টা । চায়েব টেবিলের সম্মুখে কিরণ-
বালা—শুভদৃষ্টি ও চিন্তামগ্ন—বসিয়া আছেন । সূচাকৃত্তমণ
আন্তে আন্তে ঘরে আসিয়া কিরণবালাকে পশ্চাতে
দাঁড়াইলেন । কিরণবালা তখনও অশ্রুমনস্ক)

সূচাক—(দীর্ঘে ধীরে কিরণবালার মাথায় হাত দিয়া) কেমন
আছ ? এখনও খুব দুর্বল, না ?

কিরণ—(চমকিত ভাবে) না ।—বেশ আছি । (হাসিবার
চেষ্টা করিয়া) এত দেরী করলে কেন ? জল যে ঠাণ্ডা হ'য়ে এল !

সূচাক—আজ তুমি দুর্বল, বসে থাক । আমিই চা তৈরী
করি ।

কিরণ—(উঠিয়া চা কারতে করিতে) হাঁ, দুটো জিনিষ
ভাঙ্গ—এক পেয়ালা চা ছড়াও । বস, বস । চা করবার মত জোর
আমার আছে ।

সূচাক—(বসিয়া) বাস্তবিক ! That fellow is a down-
right scoundrel । আমার সামনে হ'লে কথা ছিল না । কিন্তু
তোমার সামনে—একজন সত্ত্ব পরিচিত লেডীর সামনে—সে এমন
কাণ্ডটা কি ক'রে করলে তাই ভাবি । Devil টাকা নেওয়ার
ব্যাপারে আমাকে ততটা upset করতে পারি নি, যতটা করেছিল

তোমার fits এনে দিয়ে । তুমি যে ও রকম হ'য়েছিলে তা'তে তোমার কোনও দোষ নেই । His manners were shocking enough to throw anybody into hysterics !

কিরণ । তাঁর ব্যবহারে আমি shocked হই নি ; আমি shocked হ'য়েছিলাম তোমার ব্যবহারে ।

সুচাক—Really ?

কিরণ—সত্যি ।

সুচাক—আমার অগ্রায়টা কি হ'য়েছিল ?

কিরণ—কোনও ভদ্রলোকের—বিশেষতঃ বন্ধুব প্রতি তুমি যে ও রকম অভদ্র কট আচরণ করতে পাব, তা আমার জানা ছিল না ।

সুচাক—(সবিস্ময়ে) তুমি ওকে ভদ্রলোক বল ? আর বন্ধু । বন্ধুব নাম আব করো না । চিরদিনই বন্ধুব কাছ থেকে যা' উপকার মালুম পেয়ে এসেছে—আমিও তাই পেয়েছি অর্থাৎ কি না অর্পণাশ ও মনস্তাপ ।

কিরণ—(মৃদু হাসিয়া) 'গৃহে হুঁচরিতানি' নয় তো ?

সুচাক । (হাসিয়া) কাছাকাছি তাই । (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) আচ্ছা, বল তো কিরণ । আমরা হ'জনে কেমন আনন্দে, শান্তিতে, প্রেমের নীড় বচনা কবে পরস্পরের প্রতি একান্ত নির্ভরের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছিলাম । হঠাৎ এই বন্ধুটি হুটু গ্রহের মত উদয় হ'য়ে আমাদের মধ্যে একটা অশান্তি জাগিয়ে দেয় নি কি ?

কিরণ—হাঁ—ওকথাটা ঠিক না হ'লেও কতকটা সত্য । আমবা

বন্ধু ।

হুজনে পক্ষি-পক্ষিণীর মত বনের এক কোণে ছিলাম—একান্ত নিশ্চিন্ত । এমন সময়ে আমাদের বন্ধুটি এলেন—তার সঙ্গে নিয়ে এলেন বর্ষজ্ঞগতের অনেকটা আলো, অনেকটা হাওয়া আব কোন সুদূর সমুদ্রের কলতানেব ব্যাকুল আহ্বান । এতে যদি আমাদের উভয়কে একটু চঞ্চল করে থাকে, তা’তে ভয় পাবার বা দুঃখ কববার কিছু নেই !

সুচারু—You also growing to be a mystery । দেখ, ওই ধোঁয়া-ধোঁয়া কণাগুলো কোন কালেই আমি সত্তা করতে পারি না । অবশ্য কি এক নিমেষেব মগ্নো এসে তার ছোঁয়াচ্ তোমাতে লাগিয়ে গেল ?

কিরণ—সে ক্ষমতা তাঁর আছে ।

সুচারু—এক মুহূর্তের মধ্যেই আমি ছোট আর সে বড় হ’য়ে গেল ! যাক্—(নাথায় হাত দিয়া বসিয়া রছিলেন)

কিরণ—তাকে কেউ বড় করতে পাবেন না—আর তোমাকেও কেউ ছোট করতে পাবে না ।

সুচারু—(হঠাৎ মুখ তুলিয়া) আচ্ছা—ঠিক ক’রে বল্ তো, টাকাটা তুমি দিয়েছিলে, না সে নিয়েছিল ?

কিরণ—আমি তো তোমার কাছে কখনও মিথ্যা বলি না ; টাকাটা আমিই তাকে দিয়েছিলাম ।

সুচারু—সে বিষয়ে আমার অমত জেনেও ?

কিরণ—হা—

সুচারু—সে ব্যক্তি তোমার হাতে পারে পড়তে লাগল ?

কিরণ—তিনি আমায় কিছু বলেন নি। তোমাদের দুজনের মধ্যে যা' কথা হ'য়েছিল আমি ঘরেব ভিতর থেকে সমস্ত শুনে-ছিলাম তিনি প্রথমে টাকা নিতে চান্ নি। আমিই জোব ক'বে তাকে দিয়েছিলাম।

সুচারু—কেমন ক'বে আজকালকার স্ত্রী স্বামীকে অপমান কবতে পারে, সেটা দেখাবাব জ্ঞা, নয় ?

কিরণ তোমার মতের সঙ্গে আমার মত না মিললেই যে তোমার অপমান করা হবে, এ কথা আমি তখনও বুঝি নি—এখনও বুঝি না।

সুচারু—যাক্ সে কথা—তোমার brain এখনও weak, তুমি সেরে উঠলে একদিন এ বিষয়ে আলোচনা ক'বে তোমাকে বুঝিয়ে দেব, তুমি কতটা অস্থায়্য করেছ। (প্রাতঃকালীন সংবাদ পত্রগুলি লইয়া ভ্রাতব্য প্রবেশ ও টেবিলের উপর সেগুলি রাখিয়া প্রস্থান)।
উভয়ে নীচবে কাগজ দেখিতে লাগিলেন ।।

কিরণ—(সহস্ উচ্ছ্বসিত ভাবে) এই দেখ ।

সুচারু—(তাক্ষিল্য সহকারে) কি ?

কিরণ—এহ দেখ, বসুমতী কাগজে কি লিখেছে ।

সুচারু—(মুগ্ধ ভুলিয়া) তুমিই পড় শুন ।

কিরণ—(পড়িতে লাগিলেন) অবাচিত দান—কল্যা রায়ে কলিকাতা কুমারটুলিতে এক অপূৰ্ণ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র দোষ তাঁহার বয়স্হা কন্তাব জ্ঞাত অতিকষ্টে একটী সংপাত্ত স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর এক মাসের মধ্যে বিশেষ

বন্ধু ।

চেঁটা করিয়াও কোথাও পাঁচ শত টাকা যোগাড় করিতে পারেন নাই । নির্ধারিত বিবাহের দিনে বর আসিয়া উপস্থিত, লগ্ন সন্নিহিত : কিন্তু তখনও টাকার যোগাড় হয় নাই । বিবাহ হইবে না এইরূপ একটা গোলযোগও নাকি মাঝে উঠিয়াছিল । এমন সময় কোন মহাশয় ব্যক্তি পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়া দিয়া অধরবাবুর জাতি ও সম্মান রক্ষা করিয়াছেন । ভগবান দাতাকে দীর্ঘজীবী করুন ।”

সুচারু—এরকম ঘটনা তো কলিকাতায় প্রায়ই হয়—তাতে কি ?

কিরণ—এই টাকাটা আমাদের টাকা—আর দাতা অরুণবাবু ।

সুচারু—তুমি এখনও সেই জোচ্চারটাকে বিশ্বাস কর ?

কিরণ—কি বল তুমি । তোমার এত দিনের বন্ধু, তুমি তাকে এতটুকু বিশ্বাস করতে পার না । অথচ আমি তাকে একদিন দেখে যা' বুঝেছি তাতে জোর ক'রে বলতে পারি, যে এ টাকা নিশ্চয়ই তিনি নিজেব জন্ত নেন নি । আর মনে আছে ? তিনি বলেছিলেন - 'এই টাকাটা নিয়ে নটার মধ্যে আনাকে সেখানে পৌছাতে হবে ।' এই দাতা আর কেউই নয়—নিশ্চয় অরুণবাবু । এক মহৎ ভাল ; নিজে বিপদে পড়ে এক দরিদ্রের মান রক্ষা করলেন ।

সুচারু—আচ্ছা ও না হয় অরুণবাবুই হ'ল । কিন্তু এতে যেতার কি মহৎ প্রকাশ পাচ্ছে তা তো জানি না । To play the roll of a donor with others money, is mean, ignoble পরের টাকা বাগাতে পারলে আমিও অনেক ও রকম দান করতে পারি । (রোপ্যাখারে একখণ্ড কাগজ লইয়া ভূত্যের প্রবেশ, কাগজ লইয়া

নাট-মন্দির ।

পড়িয়া) অধরচন্দ্র ঘোষ ?—কিরণ কাগজটা দেখতো—মেরের বাপের ওই নামই এখন পড়লে না ?

কিরণ—(কাগজ দেখিয়া) হাঁ তাই তো বটে !

সুচারু—(চাপরাশীর প্রতি) বাবুকে এখানে নিয়ে এস ।
(চাপরাশীর প্রস্থান) কিরণ, তুমি তিতরে যাও ।

কিরণ—আচ্ছা আমি একটু আড়ালে সরে বসছি, সমস্ত বাপাবটা দেখতে ও শুনতে আমার অত্যন্ত কৌতুহল হচ্ছে ।
(পিয়ানোর পিছনে গিয়া উপবেশন করিলেন) ।

(অধর বাবুর প্রবেশ ও সুচারুভূষণকে প্রণাম)

সুচারু—বসুন—আপনার কি চাই ?

অধর—(না বসিয়া) আমার আর কিছু চাই না—যা' করেছেন যথেষ্ট করেছেন । তাই আপনাকে প্রণাম করে' আপনার কাছে ঋণের দায় মানতে এসেছি ।

সুচারু—আপনাকে তো আমি কোন দিন ঋণ দিই নি ।

অধর—আর আপনি লুকোখেন কি করে বাবু ? ধরা তো পড়ে গেছেন । কাল আপনি যে টাকা পাঠিয়েছিলেন সেই থলিতে একটা লেখা চিরকুট ছিল । অবশ্য আপনি সেটা লেখেন নি বুঝি ; হয়তো বাকি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তিনিই লিখে দিয়েছিলেন । কিন্তু সেই কাগজ থেকে সব জানা গেছে ।

সুচারু—কাগজে কি লেখা ছিল ?

অধর—কাগজটা আমি সঙ্গে এনেছি—দাঁড়ান না পড়ি ।

বন্ধু ।

(পকেট হইতে কাগজখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন)
“আপনার বিপদ জানিয়া ব্যারিষ্টার ত্রীযুক্ত সুচারুভূষণ সেন মহাশয়
পাঁচশত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন।” তা’ আপনি আর জন্মে
আমাদের কেউ ছিলেন—না হ’লে এমন দায় থেকে আমাদের
উদ্ধার করলেন । (অঃ বিমোচন) কিছু যদি মনে না করেন তো’
একটা কথা বলি ।

সুচারু—(বিরক্ত সহকারে) Wanting more perhaps ।
—বলুন ।

অপর—এই টাকাব জন্ত আমি চারিদিকে লোক পাঠিয়েছিলাম
কি না । আমার ছোট ভাই এই টাকার যোগাড় করতে না পেবে
কাল আসে নি । আজ সকালে টাকা নিয়ে হাজির । অবশ্য
আপনাকে বলতে বাধে, তাই বলছিলুম যদি মাপ করেন—এখন
এই টাকাটা আমি শোধ দিতে পারি । অবশ্য আপনার ঋণ কোন
কালেই—

সুচারু—(সহাস্ত্রে) অহা ক্লেপেছেন ! আমি কি ওটাকা
আপনাকে ধাব দিয়েছি । আমি লোককে ঋণ দিই না—যখন
দিই একেবারেই দিই । আপনি কিছু মনে করবেন না ও টাকা
আব আমাকে দেবার দরকার নেই ।

অপর—কি আর বলব—জোর করতে তো পারি না । কিন্তু
চিৰদিনেব জন্ত কিনে রাখলেন !

সুচারু—না না,—ও কিছু নয় (চেয়ার হইতে উঠিয়া) আচ্ছা,
তা’হলে !

নাট-মন্দির ।

অবল—ঠিক, ঠিক । আশা করি বাবুজি সন্তোষিত হ'চ্ছে । আস
তা'হলে—প্রণাম ।

(প্রস্থান)

কবল—(ছুটিয়া আসিয়া—সানন্দ) উ,—কী সুন্দর, কী
মহৎ, অপূর্ব ! নিজেব অপমান নাজেব অখ্যাতি সমস্ত মাথা পেতে
নিয়ে তোমাকে মহৎ, কবে' গেলেন । একেই বলা বন্ধ । তিন
মানুষ নন—দেবতা । এ বকর মহৎ লোককেও ভূমি সন্দেহ কব' ?
এখন বুঝলে তিন (জাচ্ছাব নন—বাবুজি টাকা দিয়া নাজেব নাম
কেনেন নি ।

সুতাব—তোমরা বড় দুকীল—অমনি মোহিত হ'য়ে গেলেন ।
Not the action but the motive of the action
should be judged । কেন সে এ কাজ করেছে তান—এই
seeming liberality—তাব মনে কি ভান ? আমাব টাকা দেখ
বাবুজি সা হ'য়েছে—অথচ নিকদায় । তাই হিংসায় ম'লে' দাড়া
ব'লে আমাব নাম দাঁড়িব কবে' দিতে চায় । যা'তে অনেক লোকের
টাকা চাপরাব জালায় বিবক হ'য়ে দান কবে' সন্দেহ হ'য়ে যায় ।
এই দেখনা কাল সকাল থেকে মেয়েব বাবুজি অত্যাচার আবহ
হ'বে—তাত অবিলাসে হয়'ত এহ বাস ছাডতে হ'বে । বড়
বন্ধ-জামিন্দার যে কী ভয়ানক সে বাবুজি আমাব নৈট । বাক—
তা'কে হো ভাঁড়িয়েছি এই বাচোয়া ।

কবল—(কড়ক্ষণ নীরব থাকিয়া—শান্ত পণ্ডিত স্ববে) ভূমি
অকণাশ্রমক ভাঁড়িয়েছ বটে কিন্তু এক্ষণে তাড়াতাড়ি পাব নি ।

বন্দ।

এক যে চিবন্তন। সে কপ বদলায় বটে কিন্তু প্রকৃতি বদলায় না।
অকণ পাব আব আসবেন না হয়তো—কিন্তু তোমাব বন্ধকে তিনি
আমাব মধ্যে বেথে গেছেন। আজ থেকে আমিই তোমাব বন্ধ।
তোমাব তিবন্ধাব গালাগালি ও নিন্দাব মধ্য দিয়ে অচল অটল থেকে
যে ব্রতে তিনি তোমাকে প্রথমে দীক্ষা দিলেন সেই ব্রত আমিই
উদযাপন করব—এ শক্তি, এ সাহস, তিনি আমায় দিয়ে গেছেন।
আজ এস, আমবা দুজনে তাঁব উদ্দেশ্যে মাথা নত ক'বে বলি—ও
মানুষেব চিবন্তন বন্ধু,—তোমাকে প্রণাম।

(গভীর ভিত্তিসংকাবে কিবণবালা কোন অজ্ঞাত শক্তিব
উদ্দেশ্যে প্রণাম কবিতো লাগিলেন—সুচাবভূষণ গিম্ময়গিহ্বল দৃষ্টিতে
সং দিকে চাহিয়া বহিলেন)

ষবনিকা পতন।

আমাদের অথ কয়েকখানি পুস্তক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ প্রণীত

উত্থাপন—১৯৫৬ খ্রিঃ ১৯৫৬ খ্রিঃ ১৯৫৬ খ্রিঃ ১৯৫৬ খ্রিঃ ১৯৫৬ খ্রিঃ
অর্থনৈতিক ও পাঠ্য উপযোগী কাব্য লেখা।
মূল্য ১০ আনা।

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ প্রণীত

রূপরেখা—কবিতা সমষ্টি। মূল্য ১০

শ্রীললিতকমার দে প্রণীত

মিলনের পথে—বর্তমান সময়ের উপযোগী পদ্য সমষ্টি। মূল্য ১০

শ্রীমাবতী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

রূপরেখা—কবিতা সমষ্টি। মূল্য ১০

কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত

প্রবন্ধ সমষ্টি—প্রবন্ধ সমষ্টি। মূল্য ১০

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত

হেঁসালী—কবিতা সমষ্টি। মূল্য ১০

পদ্যকমালো—কবিতা গুচ্ছ। মূল্য ১০

কল্লোল পাবলিশিং

২৭ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের অন্য কয়েকখানি পুস্তক

শ্রীমুনিতি দেবী সঙ্কলিত

রবীন্দ্র-জন্মতিথি—রবীন্দ্রনাথের গান ৩ কবিতা ছট্লে সঙ্কলিত।

বাংলায় প্রথম জন্মতিথি পুস্তক। রবীন্দ্র
নাথের ছবি সন্ধানিত, বোর্ডার বাধাই।
মূল্য ২।।০

শিবনাথ—সাদু শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন-লিপি, ছলেমেয়েদের
উপযোগী করিয়া লেখা। ছবি সন্ধানিত।
মূল্য ১।০ আনা।

শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায় প্রণীত

হাসি—উপহাস। সিন্ধের কাপড়ে বাধা। মূল্য ১।০

লক্ষ্মী—উপহাস। সিন্ধের কাপড়ে বাধা। মূল্য ১।০

ঝড়ের দোলা—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু, শ্রীমুনিতি দেবী, শ্রীগোকুলচন্দ্র
নাগ, শ্রীদীনেশবঙ্কন দাশ এষ্ট চারিজন
লেখকের চারিটা মনোজ্ঞ গল্প। মূল্য ১।০
নূতন ধরণের বাধাই।

কল্লোল পাবলিশিং

২৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

